TOMORROW IS TOO LATE

CINI-ASHA
CHILD IN NEED INSTITUTE
URBAN PROGRAMME



সিনি - আশা

সেতু বন্ধন পাঠক্রম

বিদ্যালয় বহির্ভূত বঞ্চিত শিশুদের প্রথাগত বিদ্যালয়ে
বয়সোপযোগী শ্রেণীতে ভর্ত্তি করার প্রচেষ্টা



বিদ্যালয় বহির্ভূত বঞ্চিত শিশুদের প্রথাগত বিদ্যালয়ে
বয়সোপযোগী শ্রেণীতে ভর্তি করার প্রচেষ্টা

TOMORROW IS TOO LATE

CINI-ASHA

CHILD IN NEED INSTITUTE

URBAN PROGRAMME

সিনি - আশা

সেতু বন্ধন - পাঠক্রম

স্বীকার,

নতুন সহস্রাব্দের দ্বারে পৃথিবী এসে গেছে। এই চলার সাথে সাথেই কলম হয়ে গেল কি-বোর্ড আর চিঠি হয়ে গেল ই- মেল। কিন্তু এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে এখনও লক্ষ লক্ষ শিশু লিখতে পড়তে পারে না। কারণ, তাদের বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ নেই। তাদের জীবনের অন্ধকারকে পরিবর্তনের দ্যুতি স্পর্শ করতে পারছে না । এদের একটা বিরাট অংশ শহরের অবহেলিত শিশু। যারা প্রধানত রাস্তায়, বস্তিতে, ঝুপড়িতে থাকে। এদের কাছে প্রথাগত মৌলিক শিক্ষা পৌঁছে দেবার জন্য অনেক সংস্থাই এগিয়ে এসেছে।

চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট (শহর শাখা) বা সিনি-আশা শহরের এইসব শিশুদের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে।

ধন্যবাদ জানাই সেইসব প্রথাগত শিক্ষিকা- শিক্ষকদের যাঁরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে ও সক্রিয়ভাবে এই কাজে হাত লাগিয়ে একদিকে যেমন আমাদের পদ্ধতির মূল্যায়ন করছেন অপরদিকে এই পদ্ধতিকে সার্থক করতে হাত লাগিয়েছেন।

এরই সঙ্গে আমরা শিক্ষা-বিষয়ক দলকে (CAET) ধন্যবাদ জানাই। আর বিদ্যালয়ে না যাওয়া শিশুদের জন্য Accelaratcd Learning Method বা 'ত্বরান্বিত শিখন পদ্ধতি'-র রূপকার ডঃ ব্রেনডেন ম্যাকারথাই-কেও এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানাই। আয়ারল্যাণ্ডের অর্থ- সাহায্যকারী সংস্থা 'গোল' (goal)-কে আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ডঃ এস. এন. চৌধুরী
অধিকর্তা

সিনি - আশা এবং তার সেতুবন্ধন পাঠক্রমের প্রয়োজনীয়তা

কোলকাতা এমনই একটা শহর যেখানে লক্ষ লক্ষ শিশু খুবই অসহনীয় অবস্থায় বাস করে। তারা ফুটপাতে বা রাস্তায় বাস করে, রেলের প্ল্যাটফর্মে থাকে; বস্তিতে বা ঝুপড়িতে থাকে এবং শহরের বিভিন্ন এলাকার অন্ধকার গলিতে বাস করে যা কিনা বেশির ভাগ সময়ই সাধারণ মানুষের নজরে পড়ে না। আমাদের এই সমাজের মধ্যে থেকেও এইসব শিশুরা নানা ধরণের শারীরিক, আর্থিক, মানসিক ও যৌন অত্যাচারের শিকার হয়।

সিনি-আশার জন্ম শহরের এইসব অবহেলিত শিশুদের নিঃশব্দ কান্না থেকেই। যার লক্ষ্য হলো "শিক্ষা ও সমাজ সচেতনতার মাধ্যমে এইসব অবহেলিত শিশুদের (পথ শিশু, বস্তিতে ও ঝুপড়িতে বসবাসকারী শিশু শ্রমিক, এবং যৌন কর্মীদের শিশু) জীবন ধারার মানোন্নয়ন ঘটানো। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই সংস্থা শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত চারটি প্রধান অধিকারকে শিশু রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্ব দিয়েছেন। এই অধিকারগুলি হলো — (১) অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার, ২) বিকাশের অধিকার, ৩) নিরাপত্তার অধিকার এবং ৪) অংশগ্রহণের অধিকার। যদিও, এইসব পথ শিশু, বস্তিতে বসবাসকারী শিশু (শিশু শ্রমিক) এবং যৌন কর্মীদের শিশুদের জীবনযাত্রা এবং সমস্যার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়, তা সত্ত্বেও একটা সাধারণ মিল হলো — এরা সবাই বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু। বিদ্যালয় বহির্ভূত এইসব শিশুরা তাদের দিন কাটায় কোথাও কাজ ক'রে, অথবা সারাদিন খেলাধুলা করে, জুয়া খেলে অথবা সারাদিন টি.ভি বা সিনেমা দেখে অশিক্ষিত সমাজে বসবাসের জন্য প্রথাগত বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এদের কাছে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও, এই সমস্ত শিশুদের বাবা-মায়েরা তাদের শৈশবে কখনও স্কুলে যাননি অথবা শিশু শ্রমিক হিসেবে জীবন কাটিয়েছেন। ফলে এইসব শিশুদের জীবন যাত্রায়ও শিক্ষার কোন মূল্যবোধ তৈরি হয়না।

'সিনি-আশা' —মনে করে, একমাত্র যথোপযুক্ত শিক্ষাই শহরের অবহেলিত শিশুদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলোকে সুন্দরভাবে সমাধান করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এছাড়াও, তখনই শিশুরা তাদের অভ্যাস-লব্ধ জীবনযাত্রার পরিবর্তন করতে সমর্থ হবে যখন তারা পরিবেশের অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি সম্পর্কে সচেতন হবে এবং একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই এই কাজ করা সম্ভব। সিনি-আশা বিশ্বাস করে "প্রতিটি শিশু বিদ্যালয়ে যাবে এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত যে কোন শিশুই হলো শিশু শ্রমিক বা সম্ভাব্য শিশু শ্রমিক"।

এইসব শিশুদের বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষাদানের জন্য সিনি-আশা বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করে চলেছে। অ-প্রথাগতভাবে শিক্ষা দানের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বোঝা গেল যে , শুধুমাত্র অ-প্রথাগত শিক্ষা এই সমস্ত অবহেলিত শিশুদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেনা, কারণ, এতে কিছু কিছু সমস্যা থেকেই যাচ্ছে, যেমন —

ক) অ-প্রথাগত শিক্ষাকেন্দ্রে আসা শিশুরা নিজেদেরকে মূলস্রোতে থাকা শিশুদের থেকে আলাদা মনে করে।

খ) দু'টো স্রোত — " আমরা এবং ওরা — এই মনোভাব সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

গ) অ-প্রথাগত শিক্ষাকেন্দ্রে থাকা শিশুদের মধ্যে আত্ম-মর্যাদাবোধ কম দেখা যায়।

ঘ) অ-প্রথাগত শিক্ষা শিশুকে শ্রমদানে উৎসাহিত করে। এইসব সমস্যার দরুণই প্রথাগত বিদ্যালয়ে শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করার তাগিদ অনুভূত হয়।

বহু অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেছে যে, প্রথাগত বিদ্যালয়ে যে কোন শ্রেণীতে শিশুদের ভর্তি করে দেওয়াই সব সমস্যার সমাধান নয়। একটিকিশোরবা কিশোরী তার বয়সের থেকে নিচু শ্রেণীর ছোট ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনা এবং তার ফলে সহজেই সে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায়।

এই চিন্তাভাবনা থেকেই 'সিনি-আশা'র 'সেতুবন্ধন' পাঠক্রমের জন্ম। এই পাঠক্রমটিকে , প্রথাগত বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের কথা মনে রেখে তরান্বিত পদ্ধতিতে (an accelerated learning Method) এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে প্রতিটি শিশু এক বছরের মধ্যে তাদের বয়স উপযোগী শ্রেণীতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে।

এই পাঠক্রমের বিশেষ দিক হল এতে শিশুদের শিক্ষণের নানা পদ্ধতি ও কৌশল নিবদ্ধ করা হয়েছে। এইসব কৃতকৌশলগুলি যখন তৈরী করা হয়েছে তখন শিশুরা যে অবস্থা থেকে আসে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের চারপাশের পরিবেশ ও জীবনযাপন ইত্যাদি গুরুত্ব পেয়েছে। এই পাঠক্রমে বিষয়গুলিকে এমনভাবে রাখা হয়েছে যা তাদের জীবনের প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে মিলিয়ে প্রকৃত বিদ্যার্জন করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পঠন — আর তার হাত ধরেই আসবে লিখন ও গণিত।

এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সিনি-আশা ৫০০০ শিশুকে প্রথাগত বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথাগত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বা শিক্ষিকারা পদ্ধতিগুলির মূল্যায়ন করে একে কার্যকরী বলে প্রশংসিত করেছেন।

যারা এই ধরণের বঞ্চিত শিশুদের প্রথাগত বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে উৎসুক এমন সমমনোভাবাপন্ন সংস্থার সঙ্গে পদ্ধতিগুলির পরিচয় ঘটানো এবং মতামত আদান-প্রদান করার জন্য একে একটি পুস্তিকার রূপ দেওয়া হয়েছে।

এই পুস্তিকার নির্দেশগুলিকে ধাপে ধাপে সাজানো হয়েছে। এর ফলে প্রশিক্ষকরা এটাকে সহজেই প্রয়োগ করতে পারবেন। শেষ অধ্যায়ে শিশুদের মূল্যায়ণ পদ্ধতি এবং শিক্ষকদের সঠিকভাবে পরিচালনা করার পদ্ধতি বিবৃত করা আছে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রচুর পড়াশোনা, মূল্যায়ণ, প্রচেষ্টা , এবং ভ্রম , পর্যবেক্ষণ , বিশ্লেষণ আর অনেকটা চাপিয়ে দেওয়া অবাস্তব দাবীকে সন্তুষ্ট করার থেকে বিরত থাকার যন্ত্রণা নিয়েই এই ব্রীজ-কোর্সটি তৈরী করা গেছে। আমাদের বাচ্চারা এটাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। তীরে প্রায় পৌঁছে গেছি । আর এটাকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আমাদের শিক্ষকদের (অপেশাদার) শেখানো হচ্ছে। তাদের ধাপে ধাপে এমনকি প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা পড়াতে গিয়ে শিশুদের মুক্তিলাভে সাহায্য করতে পারেন। এই প্রচেষ্টা চলছে। এরই অংশীদার হয়ে আমরা গর্বিত।



ভিতরে

সংশয় দুরীকরন	৮
সূচনা	৯
উপস্থাপন	১০
বিষয়	১২
শ্রেণীর সঙ্গে প্রথম আলাপ পরিচয়	১৩
তালিকা	১৩
পৌঁছানোর পর	১৫
পদ্ধতি প্রকৌশল	১৭
পঠন	১৮
নাম	১৮
নামের পর	২০
বর্ণমালা	২৩
পাঠ্যবই-এর সঙ্গে পরিচিতি	২৫
লিখন	২৭
বানান	২৯

সংখ্যা	৩০
সংখ্যার প্রথম ক্লাস	৩০
সংখ্যা পাঠ - সংখ্যা পঠন	৩৩
একক ও দশক	৩৪
সংখ্যা দিয়ে গণনা	৩৬
যোগ	৩৬
বিয়োগ	৩৮
শূন্য	৪১
গুণ	৪২
দুই সংখ্যার গুণ	৪৫
ভাগ	৪৬
দিনের ছুটি	৪৯
সেতু অতিক্রম করুন	৫০
সংযোজনী - ১	৫১
আবাসিক শিক্ষা শিবির	৫১
অনাবাসিক শিক্ষা শিবির	৫২
কোচিং সেন্টার	৫৩
সংযোজনী - ২	৫৪
সাধারন বক্তব্য	৫৪
ইতিহাস এবং ভূগোল	৫৫
বিজ্ঞান	৫৭
সংযোজনী - ৩	৫৯
মূল্যায়ন	৫৯

সংশয় দূরীকরণ



সূচনা

এর পরের পাতাগুলি শিশুদের শব্দ আর সংখ্যার বিস্ময়কর জগতে খেলা করার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। এই জগতে বিচরণ করতে করতেই তারা শিক্ষার জগতে প্রবেশ করার প্রেরণা ও পথনির্দেশ পাবে।

মনে রাখতে হবে

- অনধিক ২৫ জন শিশুর জন্য একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা থাকবেন।
- শিশুরা বাড়ি থেকেই শিক্ষাকেন্দ্রে আসবে।
- বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ ধরনের ভর্তি পরীক্ষা হয়। এর জন্য শিশুদের তৈরি হতে হবে। এতে যে বিষয়গুলি নেওয়া হয় তার জন্য যে পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলি এইসব শিশুদের জীবনের ও অভিজ্ঞতার সাথে মেলানো যায় না।
- শিশুরা যখন আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আসে তখন তারা একেবারেই নিরক্ষর ও সংখ্যাজ্ঞান বর্জিত। এদের বদ্ধজীবনের থেকে মুক্তি দিতে গেলে শিক্ষার সমতা, সুযোগ এবং সম্মানকে সুনিশ্চিত করতে হবে— এটা বিশ্বাস করতে হবে। সিনি-আশা এই তত্ত্বটিকেই সব কাজের মুখ্য নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমরা এমন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি যা সাধারণভাবে আমাদের নির্বুদ্ধিসম্পন্ন বালক-বালিকাদের শিক্ষায় সম্পূর্ণরকম বিপরীত মেরু থেকে শিখন যোগ্যতার এক প্রথম স্তরে উন্নীত করবে যা এক বছরের মধ্যেই তাদের বয়স অনুপাতে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভর্তি হতে সক্ষম করে তুলবে। যে কোনো সরকারি বা পৌরসভার বিদ্যালয়গুলিতে তারা সেই মতো ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। অন্যান্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তারা পঠন বহির্ভূত বিষয়েও পারদর্শিতা লাভ করবে।
- শিশুরা এমন পরিবেশ থেকে আসে যেখানে পড়াশোনার কোনো চল নেই। তাদের গৃহপরিবেশ নিরুৎসাহব্যঞ্জক বা উগ্র হতে পারে।
- যে বসতিতে শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অবস্থান সেখানকার মানুষই ঘর, উপকরণ এবং এমনকি শিক্ষক বা প্রশিক্ষক দিয়ে থাকেন।
- সিনি-আশা স্থানীয় মানুষদের সংগঠিত করে।
- সব শিক্ষিকারাই যে আশা মতো যোগ্যতার অধিকারী এমন নয়। এমনকি সকলকেই আশা মতো উৎসাহী পাওয়া যায় না। কিন্তু সকলকেই এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সিনি-আশা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিকে প্রাথমিক বা গোড়ার বিদ্যালয় বলা যায়— কারণ যে সমস্ত উপকরণ ও আসবাব পাওয়া যায় সেগুলি এরকমই।

এটা মনে রাখা দরকার যে, দশজনের মধ্যে অন্তত একটা বালক এবং দশজনের মধ্যে তিনটি বালিকা কিছুটা পঠনক্ষমতাহীন হতে পারে। এই পঠনক্ষমতাহীনতা নানাভাবে আসতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্ণমালা এবং সংখ্যা বিপর্যয় থেকেই বেশি আসে। তাই এধরনের শিশুদের ক্ষেত্রে বানান করা আর সংখ্যা লেখার সময় ভীষণ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

উপস্থাপন

সিনি-আশার শিখন প্রণালীর মধ্যে যেসব শিশুরা এল তাদের পরীক্ষা :

প্রথমে ছোটো ছোটো দুটি পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুদের স্তর বা যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়। এক একজনকে ডেকে ছোটো ছোটো প্রশ্ন দেওয়া হয়, যেমন—

শব্দ

তোমার নামটি পড়		
তোমার নামটির অক্ষরগুলি কী কী	।। যে কোনো ভাষায় ।।	ইত্যাদি ইত্যাদি
শব্দগুলি পড়		

সংখ্যা

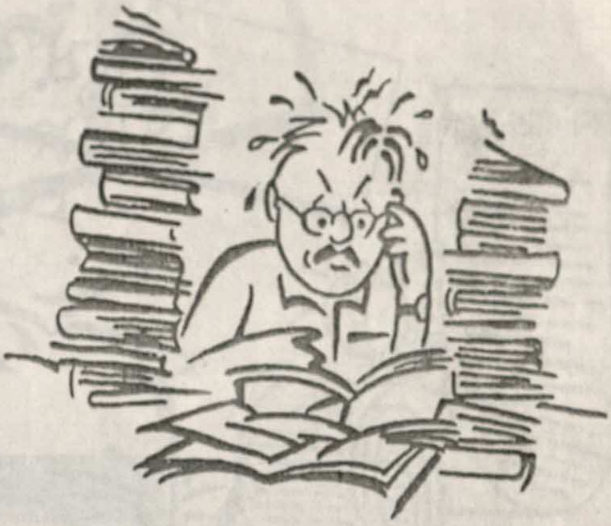
পড় ...... ১০, ২০, ৩০, ... ১০০

যোগ কর

সংখ্যাগুলি পড়	।। যে কোনো ভাষায় ।।	ইত্যাদি ইত্যাদি
	সংখ্যাগুলি লেখ	

প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য দু-নম্বর করে দেওয়া হত। উদ্দেশ্যটা ছিল যারা সর্বাধিক নম্বর পাবে তাদেরকে স্টার ক্লাসে রাখা হবে। আর যারা সবচেয়ে কম নম্বর পাবে তাদেরকে সাদা ক্লাসে রাখা হবে। মধ্যবর্তী সবাইকে তাদের প্রাপ্য নম্বর অনুযায়ী এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কয়েকটি দলে রাখা হবে যাতে সবাইকে সুবিধামতো সঠিকভাবে দেখা যায়।

বর্তমানে এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করা হয়েছে। এটা বোঝা গেল যে, প্রায় সকলেই ভাষা এবং গণিত প্রথম স্তর পেরোতে পারে না। এখন এটা নীতি হিসাবে ধরা যায় যে, 'কেউ'-ই কিছু জানে না এমন নয়'। আমরা বিচ্ছিন্নভাবে শুরু করি। যদি দেখা যায় যে কেউ কেউ বেশ ভালো বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারছে তাদেরকে আমরা star class-এ রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তির পরীক্ষার জন্য তৈরি করে দিই। এটা তারা যতটা দ্রুততার সাথে পারে ততটা দ্রুততার সঙ্গে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়।



প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি শ্রেণীবিন্যাস আমরা করি না। শ্রেণী বিভাজনের উচ্চনীচ প্রথাকে বন্ধ করার জন্যই, এর বদলে আমরা রং ব্যবহার করি। সেন্টারগুলি তাদের পছন্দমতো রং বেছে নেয়। যেমন, লাল দল, সবুজ দল, নীল দল ইত্যাদি।

এ সমস্ত কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এটা বলা যায় যে প্রতিটি শিশুর যে সহজাত ক্ষমতা— তার ব্যপকতার বৃদ্ধির জন্য এবং তাদের স্বাভাবিক মানসিক বৃদ্ধিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পঠন-পাঠন বহির্ভূত অনেক কার্যাবলীকে আমরা গুরুত্ব দিই। এর মধ্যে প্রাধান্য পায় গান, নাচ, অঙ্কন ও খেলাধূলা।

তবে পঠন-পাঠন বিষয়ে আমরা কিছুটা নির্মম, কারণ এই পঠন-পাঠনের মধ্যেই নিহীত আছে দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতার অমৃত।



বিষয়



প্রশিক্ষণের সময় আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ক্রমপর্যায়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকি

১। পঠন

২। লিখন

৩। সংখ্যা

৪। সংখ্যা দিয়ে কাজ

৫। অন্যান্য বিষয়াবলী

তাত্ত্বিক দিক—

- পঠনে সক্ষমতা জগতে প্রবেশের দৃঢ় পদক্ষেপ।
- লিখনে সাচ্ছন্দ নিজের জন্য এই পৃথিবীতে একটা স্থান।
- সংখ্যা আর কিভাবে তাদের গণনায় লাগানো যায় এই জ্ঞান মানুষকে সব রকমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পটু করে।
- বিশ্বের নিরীখে বলা যায় ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ জ্ঞান—এগুলির মূল্য আছে কিন্তু সমাজ জীবনে বিষয়গুলি এতটা জরুরি নয়।

তাই এই পাঠ্যটীকা ব্রিজকোর্স-এর পঠন-পাঠন বা শিক্ষনের উদ্দেশ্যে রচিত বলেই এই সব বিষয়ে শিখন পদ্ধতির সারসংক্ষেপ করা আছে মাত্র।

শ্রেণীর সঙ্গে প্রথম আলাপ পরিচয়

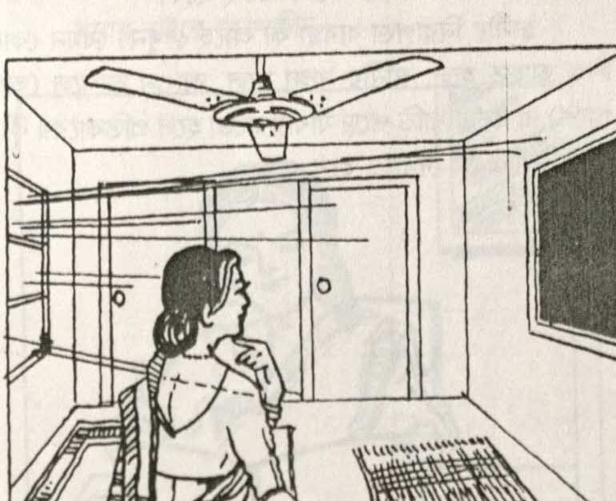


তালিকা

সিনি-আশায় এক একটি কেন্দ্রে এক এক রকমের পরিচয় ঘটে। সুতরাং নির্দেশিকাগুলি সকলের জন্য সাধারণ। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যা ঘটে তাই কোনো বিশেষ এবং অপরিহার্য বিষয় নয়।

সাধারণত সপ্তাহখানেক আগেই আপনাদের নিজ নিজ কেন্দ্রের শিশুদের নামের একটি তালিকা দেওয়া হবে। তাতে তাদের আনুমানিক বয়সেরও উল্লেখ থাকবে।

- শ্রেণীকক্ষটিও আপনারা দেখবেন।
- সুযোগ থাকলে শ্রেণীকক্ষটির কোনটি সামনের দিক হবে তা ঠিক করে নেবেন।
- দেখে নেবেন আলো কেমন আছে।
- যেখানে শিশুরা বসবে সেখানে বসে দেখে নিন কোনদিক থেকে বেশি আলো আসছে।
- যদি পাখা থাকে তবে শিশুদের যতদুর সম্ভব পাখার নীচে বা পাশে বসানোর ব্যবস্থা করবেন।



- অবশ্য শীত-গ্রীষ্মের জন্য ও ঋতু অনুযায়ী বসার ব্যবস্থা করবেন। শীতে মাদুর পাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

যদি মেঝে এমন হয় যে পরিষ্কার রাখা যাবে না তবে গ্রীষ্মেও মাদুর পাতার ব্যবস্থা রাখুন।

- দেখবেন যেন আপনার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে। আপনার ব্যবহার্য জিনিস শিশুদের পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি যেন আপনার হাতের কাছে থাকে।
- দেখে নিন আপনার জন্য যেন চক বোর্ড, চক ও ডাস্টার ঠিকমতো থাকে। (স্থানীয় মানুষের এগুলো সরবরাহ করার কথা)
- দেখে নিন প্রস্রাবাগার, পায়খানা কেমন আছে। দেখুন কীভাবে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে এগুলোকে ব্যবহার করা যায়। ওই দুটি আলাদা হওয়া চাই— একটি শিশুদের জন্য এবং একটি আপনার নিজের জন্য।

■ জল সরবরাহ ব্যবস্থা দেখে নিন। দেখুন মাঝে মাঝে চা পানের জন্য কাছাকাছি কোথাও ব্যবস্থা আছে কিনা।

■ খোলা পরিবেশের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি শনাক্ত করুন। (যেমন বায়ু চলাচল, গণ্ডগোল ইত্যাদি)

■ দেওয়ালগুলি লেখার জন্য এবং সংখ্যা লেখার জন্য ব্যবহার করার যোগ্য কিনা দেখে নিন। দেখুন কোথায় বাচ্চাদের বসাবেন। ওরা চলে এলেই ওদের বসার স্থানটি দেখিয়ে দিন। (ছোটোদের বড়োদের সামনে বসান—গোলাকারে বসান)

■ শিশুদের আসার আগে শ্রেণীকক্ষটি পরিষ্কার করিয়ে নিন।

■ দেখে নিন যানবাহন চলাচলের জন্য কোনো বিপত্তি ঘটবে না তো? এমন সম্ভাবনা থাকলে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের দ্বারা যথাযথ ব্যবস্থা নিন।





■ স্থানীয় উৎস থেকে জোরালো শব্দ / গোলমাল / চীৎকার আসছে কি না দেখুন। এলে কোথা থেকে আসছে তা দেখে নিন। এমন হলে যতটা সম্ভব এদের এড়ানো যায় কিনা দেখুন। এদের সঙ্গে বসুন। (উৎস—মোটর মেরামতি কারখানা ইত্যাদি)

■ এমন অনেক কেন্দ্র আছে যেখানে দুর্গন্ধযুক্ত আবহাওয়া আছে। সেক্ষেত্রে ওই গন্ধ সহ্য করতেই হবে।

স্থানীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কী আছে দেখুন। যেমন কোনো শিশু আহত হলে, স্থানীয় দাঙ্গা হলে, আগুন লাগলে (আশ-পাশে) বা বর্ষায় বাড়ি পড়ে যাবার মতো হলে প্রতিকারের কী কী উপায় আছে তা দেখতে হবে।

পৌঁছানোর পর

■ শিশুরা কেন্দ্রে এলে তাদের অভ্যর্থনা করুন— যেমন, নমস্তে, নমস্কার, সেলাম আলেকম— বা সবকটাই একসঙ্গে।





■ তাদের বসতে দিন— ঠিকমতো বসান। কাজ শুরু করার সময়ই তাদের ঠিকমতো বসিয়ে নিন। ছোটোরা সামনে, বড়োরা পিছনে অথবা বড়ো হলে গোলাকারে বসিয়ে নিন।

■ সকলের আসার জন্য অপেক্ষা করবেন না। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করুন।

■ শিশুদের অবস্থা যেমন—পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি আবশ্যিক। ছেঁড়া জামাকাপড়ে আপত্তি নেই। কিন্তু সেগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হবে। ঠিকমতো পরিধান করা চাই। অনেক সময় ছেলেরা গ্রীষ্মের সময় খালি গায়ে থাকে। সেটা যেন না হয়।

■ প্রথম দিন ভালোভাবে বুঝিয়ে বলে দিন। এর পর ধীরে ধীরে যে সব শিশুরা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন না হয়ে আসবে তাদের কিছুক্ষণ ঘরের বাইরে রেখে দিন।





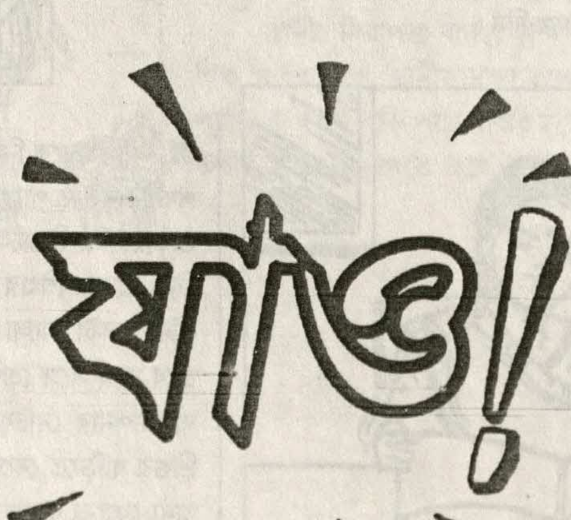
■ নাম ডেকে নিন। প্রত্যেক শিশুর নাম ধরে ডাকুন, সঙ্গে পদবীও বলতে পারেন। (যেমন রিম বা রিম দাস ইত্যাদি)। নাম ডাকার সময় কীভাবে উত্তর দিতে হয় তা তাদের যত্ন করে শিখিয়ে দিন। প্রত্যেক শিশুর সঙ্গে শিক্ষিকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক-স্থাপনের এটাই একটা ভালো মুহূর্ত। যদি কোনো শিশু অনুপস্থিত থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীতেই তার খোঁজ খবর নিন। মনে রাখুন বা আপনার নোটবুকে লিখে রাখুন যে স্কুল ছুটির পর ওই শিশুর বাড়িতে যেতে হবে। জানতে হবে অসুখ করেছে, নাকি অন্য কোনো কারণে বিদ্যালয়ে আসে নি। প্রতিটি শিশুর প্রতি ব্যক্তিগত নজর দেওয়া খুব দরকার— বিশেষ করে অসুস্থ শিশুদের ক্ষেত্রে তো আবশ্যিক। কোনো শিশু এক সপ্তাহের মধ্যে বা তারও বেশি সময় অনুপস্থিত এবং শহরের বাইরে থাকলে বিষয়টা লিখিতভাবে সিনি-আশার নজরে আনুন।



এবার শ্রেণীকে উপযুক্ত সম্ভবপূর্ণ বাস্তব অবস্থায় আনুন। শিশুরা যেন ভালোভাবে বসতে পারে দেখুন। এবার ধীরে ধীরে ছোটো সহজ ভাষায় প্রার্থনা করান। ভাষা এমন হবে যেন সব শিশুই তা বুঝতে পারে। যেমন ধরুন এমন প্রার্থনা হতে পারে : 'হে ঈশ্বর, আমাদের মনের মধ্যে প্রাণের মধ্যে অবস্থান করো, আমরা যা আজ করছি তা করতে আমাদের সাহায্য করো।' ইত্যাদি। এই মুহূর্তটি অত্যন্ত মূল্যবান। এর মাধ্যমে শিশুরা অন্তর দিয়ে নিজেদের একত্রিত করে। নিরবতা পালন করুন। এই সময় শ্রেণী পরিদর্শন করবেন না। আপনিও মনে মনে প্রার্থনা করুন। আপনাকে দেখে সব শিশুরাই আপনাকে অনুসরণ করবে। শ্রেণীতে যে সম্প্রদায়ের শিশু সর্বাধিক থাকবে তাদের আদপ অনুযায়ী সম্বোধন করুন। যদি মোটামুটি সব সম্প্রদায়ের প্রায় সমানভাবে থাকে, তবে এক এক দিন এক এক সম্প্রদায়ের আদব-কায়দা ব্যবহার করুন। ঈশ্বর, আল্লা, ভগবান, ওয়ইগুরু ব্যবহার করুন।

এতক্ষণে আপনি পড়ানোর জন্য তৈরি হয়ে গেছেন সরাসরি পড়াশুনায় প্রবেশ করুন।

এটাই হল প্রতিদিন আপনার শ্রেণীর কাজ শুরু করার নৈমিত্তিক কাজ।



পদ্ধতি এবং প্রকৌশল

পঠন

(পাঠক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়)

নাম ঃ

১। ব্যক্তিগত

কবিতা

ক) শ্রেণীর কাজ শুরু করার আগে রাতে প্রতিটি শিশুর নাম (পদবী ছাড়া) সুন্দর করে লিখে নিন। পোষ্টকার্ডের মাপের কার্ডে বড় বড় করে পরিচ্ছন্ন করে লিখতে হবে। প্রতিটি কার্ডের মাপ সমান হবে এবং দেখতে একরকম হবে। শক্ত কার্ডবোর্ডের হওয়া চাই। সুন্দর মানানসই রং দিয়ে বর্ডার রং করে দিন। মনে রাখবেন এগুলি বারেবারে ব্যবহৃত হবে। নমুনাঃ

খ) সম্পূর্ণ পড়তে না জানা শিশুদের এটা প্রথম পঠনের ক্লাস। — এটা মনে রাখতে হবে। শ্রেণীতে প্রবেশ করে প্রাত্যহিক নিয়মমাফিক কাজগুলি সেরে ক্লাস শুরু করুন।

১) প্রতিটি শিশুর নাম ধরে ডাকুন।

২) প্রত্যেককে তার নামের কার্ডটি দিয়ে বলুন 'এটা তোমার নাম — কবিতা /ফতেমা / মারিয়া।'

৩) এভাবে শ্রেণীর সব শিশুকে তাদের নিজের নামকার্ড দিন।

৪) শ্রেণীকে বলুন নিজের নিজের কার্ডটা ভাল করে দেখ। সব কার্ড নিয়ে নেব। তারপর নিজের নামের কার্ডটি চিনে নিতে হবে। আমি যে কার্ড দেখাবো যার কার্ড তাকে চিনে বলতে হবে এটা তার কার্ড।'

৫) সব কার্ড নিয়ে নিন।

৬) এক একটা কার্ড তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করুন — 'এটা কার নাম?'

৭) হয়তো বা কেউই বলতে পারবে না, দু'একজন হয়তো বলতে পারল, তবে প্রাথমিক সংকোচ কাটার পর দেখবেন একসময় সবাই হাত তুলছে যখনই কোনও শিশু ঠিক তার নামটির সময় হাত তুলছে তখনই শিক্ষিকা তার হাতে কার্ডটি দিয়ে তাকে খুব উৎসাহ দেবেন। তার সাথে সাথে সমস্ত ক্লাসকে হাততালি দিতে বলবেন। এতে সব শিশুরাই কঠিন কঠিন প্রশ্ন সমাধান করতে উৎসাহিত হবে। কারন তারা বুঝতে পারবে। গোটা ক্লাসটাই তাকে অভিনন্দন জানাবে।

বিশেষ কথা : সবসময়ে ক্লাসে উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলবেন আর সুযোগ মতোই তারিফ করবেন।

৮) নাম চেনার খেলাটা কয়েকবার করুন। কয়েকজন ইতিমধ্যেই নিজের নাম চিনে ফেলবে।

৯) এটা ঠিকমতো করলে দেখবেন বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের নামের কার্ড ঠিক তুলে নিচ্ছে।

১০) সমস্ত কার্ড তুলে নিন। ক্লাস শেষ হলে কার্ডগুলি যত্ন করে রেখে দিন।



২। জোড়ায় / যুগলবন্দী

ক) সব শিশুদের দু'জন দু'জন করে বন্ধু বন্ধু করে বসাবেন।

খ) কার্ডগুলি দিয়ে নাম চেনার খেলাটা খেলান। (কার্ড তুলে 'এটা কার নাম/কার্ড?')

গ) যদি চিনতে না পারে তা উল্লেখ করবেন না। তার নিজের কার্ডটা তাকে দিয়ে দিন।

ঘ) এবার নতুন খেলার নিয়ম বলেদিন। এই খেলায় নিজের নাম নয়, বন্ধুর নাম চিনতে হবে।

ঙ) খেলাটা আগের মত পরিচালনা করুন। এই খেলার সময় স্ফুর্তি ও প্রশংসায় ভরে তুলুন।

চ) তিনবার একই নিয়মে ৪০ মিনিট ধরে খেলান।

বিশেষ কথা : যারা আগেরবার নিজের নাম চিনতে পারে নি এবার তারা খেলাটা ঠিকই খেলতে পারবে। এই পদ্ধতিটা অন্যান্য পাঠের সময় অনুসরণ করতে পারেন। একেবারেই যারা পারছে না তাদের জন্য বারে বারে করলে গোটা ক্লাসটাই একঘেয়ে হয়ে যাবে এবং যারা খুব ধীরে শিখছে তারা আরও বিমূঢ় হবে।

আরও কথা : যারা ধীরে শিখছে তাদের কখনই নিরুৎসাহ করা যাবে না। ধুৎ, যাঃ ইত্যাদি বললে তাদের মনোবল ভেঙে যায়। তাই এইসব না বলে বরং তাদের আরো উৎসাহ দিতে হবে। কাছে ডাকতে হবে। সামান্য সাফল্যকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করতে হবে । মনে রাখতে হবে এটা উঁচুমানের শিশুদের জন্য উচ্চমানের বিদ্যালয় নয়। বরং এইসব বঞ্চিত শিশুদের এটাই শেষ প্রচেষ্টা।

চারের দল :

১। জোড়ায় জোড়ায় বসান।

২। প্রথম খেলার মতো কার্ড দিয়ে দিন। একবার মাত্র দেবেন।

৩। দুই জোড়াকে একসাথে বসান। এবার চারজনের দল হল।

জরুরী কথা : তিনজনের দল করবেন না। জোড়ায় একের থেকে অন্যে শক্তি পায়। তিনজন হলে এত সংযোগ ঘটে না।

৪। দল নিজেদের অপর দলের নাম চিনতে পারবে। চারজনের যে দল হল তার দুজনের দুটি দল নিয়ে তৈরী। তাই একজোড়া অপর জোড়ার নাম চিনতে পারবে।

৫। তিনবার করান।

বিশেষ কথা : এখন প্রায় সব শিশুরাই অনায়াসেই নিজের নাম চিনতে পারবে পড়তে পারবে। সেই সাথে তারা প্রায় আধ ডজন অন্য নামও পড়তে পারবে। তাদের মনে করিয়ে দিতে হবে যখন তারা প্রথম এসেছিল তখন তারা কিছু পড়তে পারতো না এখন তারা কত পারছে। তাদের প্রশংসা করুন।

পঠন উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১) শিক্ষিকা / শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের নাম দেওয়ালে একটি চার্ট পেপারে বর্ণানুক্রমে লিখবেন। লেখা পরিষ্কার হবে বড় হবে যাতে শিশুরা পড়তে পারে।

যেমন — অনিতা ,
বরুণ,
চন্দ্রিমা ,
চন্দন ....

২) শিশুদের নাম লেখা চার্ট পেপারটি সারা বছরই দেওয়ালে টাঙানো থাকবে। শিক্ষক / শিক্ষিকা একটি খেলার মাধ্যমে শিশুদের নামগুলি চিনতে সাহায্য করবেন। যেমন অনিতাকে বলতে পারেন, দেখতো তোমার নামটি চার্টে কোথায় আছে। অনিতা নিজের নামটি খুঁজে বার করবে। কে কত তাড়াতাড়ি নিজের নাম, বন্ধুর নাম খুঁজে বার করতে পারে — এটা শিশুদের মনে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ও প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি করবে।

এভাবে সহজ একটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে নিজের নাম ও বন্ধুর নাম চিনতে ও পড়তে পারার আনন্দটা জাগানো যেতে পারে।

নাম চেনা ও পড়তে পারা এই পাঠটি শিখতে শিশুদের বড়জোর ২ সপ্তাহ লাগবে। অর্থাৎ সপ্তাহে ৫ দিন প্রতিদিন ৩০-৪০ মিনিট। শিশুরা এই পাঠটি অনুশীলন করবে। শিক্ষক /শিক্ষিকা এই পাঠটি অনুশীলন করানোর জন্য নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন।

যেমন — কোন শিশুর হাতে কিছু নামের কার্ড দিয়ে বলবেন এই নামগুলো কার কার। শিশুটি কোন কথা না বলে যার যার নামের কার্ড সেই সেই শিশুর হাতে দেবে।

এই খেলাটি এককভাবে না করে মাঝে মাঝে দলগতভাবে ও করতে পারেন।

আগের যে নামগুলি নিয়ে দলগঠন করে খেলা হয়ে গেছে সেই নামগুলি বাদ দিয়ে অন্য নাম-এর কার্ড নিয়ে কোন একটি দলকে বলবেন খেলাটি খেলাতে।

এইভাবে একসময় দেখা যবে যে, প্রত্যেকটি শিশুই একে অপরের নাম চিনতে ও পড়তে পারছে।

নামের চার্ট

কবিতা	সুলগ্না
অচর্না	সাবিয়া
নাজমা	সীমা
জেসিকা	শিখা
ম্যারী	সালমা
আব্বাস	তাপসী
খোকন	প্রবীর
জীবন	পার্থ
অর্ক	অভিরূপ

নামের পর :

বিশেষ নজর : (১) জিনিস /বস্তু (২) পারিবারিক সম্পর্ক — এ দুটিকেই বাদ দেওয়া যায় যদি শিশুদের বয়স ৬ বছর বা তার বেশী হয়। যদি এমন গ্রুপ হয় তবে একেবারে তিননম্বর অর্থাৎ কর্মমূলক শব্দে চলে যেতে পারেন। এ ধরণের শব্দকে ক্রিয়া শব্দ (action word) বলে।

১। বস্তু /জিনিস : আগে যেমন ভাবে বলা হয়েছে (নিজের নাম চেনার ক্ষেত্রে) তেমন করে শুরু করতে হবে কোনো গৌরচন্দ্রিকার দরকার নেই। শ্রেণীকক্ষে পাওয়া যায় এমন যে কোন বস্তুর নাম লেখা তিনটি কার্ড শিক্ষক তিনজনকে দেবেন। তাদের ঐ বস্তুর কাছে দাঁড়াতে বলবেন। এবার শিক্ষক বলবেন এই শব্দটা হল 'দরজা' এটা হল 'বোর্ড' ইত্যাদি।

২। শিশুরা বস্তুটির নামগুলি বলবে আর শিশুরা হাতের কার্ড দেখবে।

৩। শিক্ষক শিশুদের এক লাইনে দাঁড় করিয়ে অপরদিকের শব্দকার্ডগুলি পড়তে বলবেন। এক একজন করে পড়বে। কার্ডগুলো কিন্তু যেসব শিশুরা নিয়েছিল তারাই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

৪। ‘যেন কত গোপন কাজ করা হচ্ছে’ — এমন ভঙ্গিতে শিক্ষক ঐ তিনজন শিশুর কাছে গিয়ে চারজনে মিশে যাবে। এর মধ্যে শিশুদের মধ্যে কার্ডগুলি পাল্টাপাল্টি করে নেবে।

৫। এবার শিক্ষক শিশুদের আবার কার্ডগুলি পড়তে বলবেন। দেখা যাবে মাত্র কয়েকজন পারল বা কেউই পারল না। কারণ এতক্ষণ তারা শিশুদের সাথে কার্ডের নামগুলি মিলিয়েছিল। কিন্তু এখন তা পাল্টে যাওয়ায় তারা বোকা বনে গেল।

৬। শিক্ষকও যেন কতটাই হতাশ হয়ে গেলেন। কিন্তু রাগলেন না। তাদের বললে এবার অবশ্যই ঠিক নামটা পড়তে পারবে। শিক্ষক নতুন তিনজনকে বেছে নিলেন। তাদের হাতে কার্ড ১ — ৫ নং কাজ পর্যন্ত করালেন।

৭। এবার বেশ অনেকজন শিশুই সঠিকভাবে পড়তে পারল। শেষবারের মতো শিক্ষিকা খেলাটি আর একবার খেলাবেন এবং উৎসাহ দিয়ে ভরিয়ে দেবেন।

জিনিসের চার্ট

দরজা	গ্লাস
জানালা	ডিস
মাদুর	গাড়ি
চেয়ার	বাড়ি
টেবিল	বই
পাখা	কলম
জামা	খাতা
চটি	বোর্ড
থালা	

৮। যদি সময় থাকে তো আরও দুটি নতুন বস্তুর সংযোজন করে খেলাতে পারেন। নতুন দুটির সংযোজন নিয়ে কয়েকবার খেলাতে পারেন। এই খেলায় প্রচুর আনন্দ আর মজা আছে। এমন নতুন নতুন অনেক খেলা আছে। (কারণ বস্তুর তো অভাব নেই।) শিক্ষিকাকে এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৯। এরপর থেকে যে প্রকরণে কাজ হবে তা অনেকটা একই রকমের। কমপক্ষে তিনটি এবং অধিকপক্ষে পাঁচটি বস্তু নিয়ে খেলা চলবে। বস্তুগুলি যেন অতি পরিচিত প্রতিদিনের চেনা বস্তু হয় তা দেখতে হবে এভাবে তাদের অন্তত ১৫টি বস্তুর নাম পড়তে শেখার ক্ষমতা অর্জন করাতে হবে। দেওয়াল চার্টে এদের নাম লেখা হবে শিক্ষিকার নিজস্ব সৃজনশীলতায় শিশুদের এভাবে বস্তু চেনার নানা খেলার মাধ্যমে বস্তু চেনা ও তাদের শ্রেণীবিভাজন শেখাতে পারেন।

মনে রাখুন : ১। সবসময় মনে রাখতে হবে — সর্বদা তাদের প্রশংসা করুন, বাহবা দিন এবং বলে দিন এখন তিনটি / চারটি / পাঁচটি নতুন শব্দ ও বস্তু শিখল ।

২। যখনই নতুন শব্দ শিখবে সেই শব্দগুলি দেওয়াল চার্টে নতুন শব্দের নাম যেমন লেখা হবে শিশুদের নাম ও লিখতে হবে। শিক্ষিকা লিখে দেবেন। তাছাড়া নতুন পাঁচ / সাতটি শব্দ থাকবে । এইভাবে বছরের প্রায় অর্ধেক সময় তারা নতুন নতুন শব্দের চার্ট তৈরী করবে। তারপর তারা ছাপা বই পড়তে শুরু করবে।



পারিবারিক সম্পর্ক

- কার্ডে শিক্ষিকা বাবা, মা, দাদা, ভাই, বোন, কাকা, কাকিমা, নানা, ফুফু ইত্যাদি লিখে রাখবেন।

তিনজন শিশুকে কাজ দেওয়া হবে। তারা কার্ড নিয়ে বলবে ‘আমি মা’ ‘আমি বাবা, ‘আমি দিদি’ ইত্যাদি। এভাবে তারা নিজেদের সামনে নিজের নিজের কার্ডটি ধরে থাকবে যাতে সব শিশু সেগুলি দেখতে পায়।

- শিশুরা ভালভাবে দেখবে তাই সমস্ত ক্লাসকে খুব মনোযোগী করে তুলতে হবে কারণ মাঝে মাঝেই শিক্ষিকা কার্ডগুলি মিশিয়ে দেবেন।
- কিছুটা ফিস্ ফিস্ করে আলোচনা করবেন। শিশু তিনজন নিজের কার্ড পাল্টাপাল্টি করবে।
- শিক্ষিকা এবার দেখুন তারা কোন কার্ডকে কী বলছে। অর্থাৎ কার্ডগুলি ঠিক চিনতে পারছে কিনা।
- প্রথমের দিকে ঠিকমতো বলতে পারবে না। তবে জিনিষের নাম শেখবার থেকে তারা অনেকটাই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাবে। শিশুদের পাল্টে পাল্টে কয়েকবার কাজটা করুন। নানা দল তৈরি করুন। এক একবার এক একদলকে দিয়ে খেলান।
- এটা যদি বেশ সার্থকভাবে চলতে থাকে তবে দুই একটা নতুন নাম দিন — পিসি, মাসি ইত্যাদি।

  আমাদের তো অনেক লম্বা আত্মীয়ের সম্পর্ক। এই পর্যায়ে দশ / পনেরটাই যথেষ্ট।

সম্পর্কের চার্ট

মা	পিসি
বাবা	মাসি
দাদা	মামা
দিদি	দিদা
ভাই	দাদু
বোন	ঠাকুমা
কাকা	কাকিমা
পিসিমা	মামী

কাজের শব্দ ঃ

১। শিক্ষিকা সাধারণভাবে মানুষ বা জানা চেনা পশুপাখী যে সমস্ত কাজ করে তার কয়েকটি বেছেনেবেন। প্রত্যেক ছবির সঙ্গে কাজের নামটি লিখে দেবেন। যেমন দৌড়াচ্ছে, হাসছে, খেলছে, উড়ছে, সাঁতার কাটছে, ভাসছে ইত্যাদি।

বিশেষ ভাব: ভাষায় ক্রিয়ার কাল ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বাংলায় একটি শব্দেই ছেলে বা মেয়ে ইত্যাদির কাজ বোঝানো যায়। একবচন বহুবচনও একই রকম প্রায়। যেমন — রাম খাচ্ছে, তারা খাচ্ছে। হিন্দীতে লিঙ্গ ভেদে ক্রিয়ার ভেদ আছে। এটা পাঠের ক্লাস বলে ব্যকরণকে এতটা গুরুত্ব না দিলেও চলবে। তারা শুধু এটুকুই শিখবে কেমন করে ক্রিয়া তৈরি হয়। মালা দৌড়াচ্ছে আর মালা দৌড়াল — এর পার্থক্যটা বুঝতে পারবে।

২। শিশুরা কাজ শুরু করবে।

৩। শিক্ষিকা জিজ্ঞাসা করবেন — 'ছাগলটা কী করছে?' ওরা বলবে, 'ছাগলটা পাতা খাচ্ছে'।

৪। এরপর ছবি সরিয়ে কেবল ক্রিয়া দিন। এবার প্রশ্ন করুন কী কাজ ? ক্রিয়াকে চিহ্নিত করুন। বারে বারে করান।

৫। নতুন শব্দ দিন। একই নিয়মে কয়েকবার করান।

৬। একের পর এক এগিয়ে যান।

৭। মাঝে মাঝে অনুশীলন করুন। অর্থাৎ আগের যে ক্রিয়াগুলি হল সেগুলো নিয়ে কাজ করান।

৮। যদি ঠিকমত এগিয়ে যেতে পারে তবে তিন, চার, পাঁচবার অনুশীলন করান।

৯। এভাবে করাতে করাতে ক্রিয়াপদের চার্ট তৈরি করে ফেলুন। শিশুদের নিয়ে ক্রিয়াপদের কাজগুলো নিয়ে অভিনয় করান। যেমন— লিখছে - একটি ছেলে বা একটি মেয়েকে কাজটা করে দেখাতে বলুন ঘুমাচ্ছে — একটি ছেলে বা একটি মেয়ে করে দেখাক।

ক্রিয়া পদের চার্ট

লিখছে	করছে
খেলছে	ঘুমাচ্ছে
পড়ছে	দৌড়াচ্ছে
খাচ্ছে	আঁকছে
দেখছে	বলছে
হাঁটছে	দিচ্ছে
হাসছে	নিচ্ছে
চান করছে	শিখছে

১০। এরপর ক্লাসে পাঁচটা করে নতুন নতুন ক্রিয়ার ব্যবহার করান। এগুলি ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কাজ থেকে নিতে হবে।

সব নিয়ে ক্লাস : ৫জন ৫জন করে দল তৈরি করে ৫টি বস্তু ১৫টি পারিবারিক সম্পর্ক, ১৫টি কাজ-এর তৈরি করা কার্ড নিয়ে সমবেতভাবে কাজ করান। এর সঙ্গে নতুন শব্দ চলে আসবে। যেমন— কিন্তু এবং, সঙ্গে, কারণ ইত্যাদি। জবা গাছ সবুজ কিন্তু জবা ফুল লাল, ইত্যাদি।

বর্ণমালা

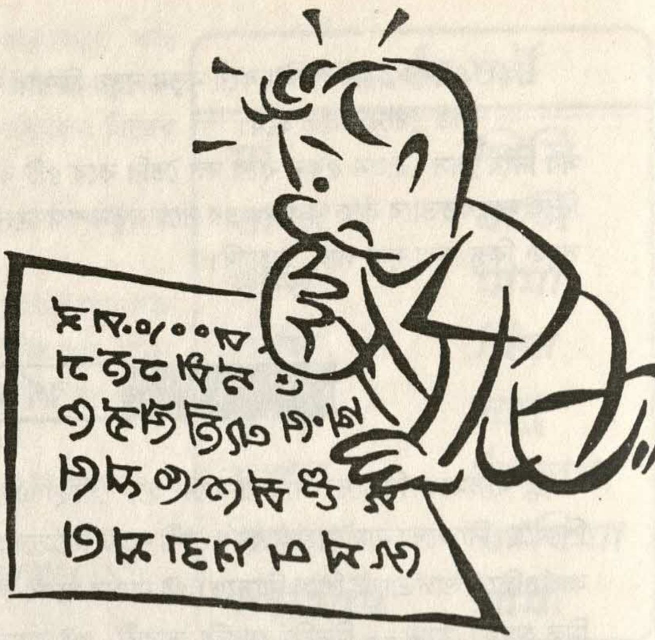
ইতিমধ্যে শিশুদের নাম চেনানো হয়ে গেছে। এই নামের সঙ্গে কিছু বস্তু পারিবারিক সম্পর্কের নামও তারা শিখেছে। নিজেদের নামটাতে আকর্ষণ বেশী বলেই নিজেদের নামের কার্ডগুলিকে ভালভাবেই শিখে নিয়েছে। এই নামের সঙ্গেই বহু বর্ণের মিল আছে। যেমন — মিনতি, আরতি, ভারতী - এই নামের মধ্যে সাধারণ বর্ণ হল 'ত'। আবার রাজেশ, ভবেশ, রাকেশ - এই নামগুলির মধ্যে সাধারণ বর্ণ হল 'শ'।



- এইগুলিকে নিয়ে 'ত' ও 'শ' শেখানো শুরু করা । অর্থাৎ 'ত' শব্দটি উচ্চারিত হয় মুখের যে ক্রিয়ায় তাকে প্রতিকী করতে লেখাটা 'ত'। সুতরাং এমন লেখা দেখলেই আপনা থেকে 'ত' -এর উচ্চারণ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। আবার 'ত' বলে ফেললাম আর সেটাকে বোঝাতে 'ত' লিখে ফেললাম। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার যে প্রতীক চিহ্ন সেটাও মাথার মধ্যে বসে গেল। এইভাবে 'শ' 'ল' 'ক' ইত্যাদি বর্ণগুলিকে চিনতে ও পড়তে পারবে।
- ৫/৬ টা কার্ডে এই ধরণের ৫/৬ টা নাম খুব পরিষ্কার করে লিখে নিতে হবে।
- শ্রেণীকে কয়েকটি দলে ভাগ করতে হবে এমনভাবে যে তাদের নামের মধ্যে সাধারণ বর্ণ থাকে।
- প্রতিদিন তাদের নামের চার্টটা দিয়ে দেবেন। এমন হতে পারে যে শ্রেণীর কয়েকজনের নাম এমন হল কোন দলের সঙ্গেই মেলানো গেল না — কারণ তাদের নামের মধ্যে এমন সাধারণ বর্ণ নেই এক্ষেত্রে তাদের নিরুৎসাহ করা যাবে না। তাদের এক একটি দলে বসিয়ে দিতে হবে। তারা বিশেষ নাম। তাই তারা দলে বিশেষ ব্যক্তি। এবার শিক্ষিকা বোর্ডে তিনটি নাম লিখলেন যাদের মধ্যে সাধারণ বর্ণ 'হ' আছে। যেমন - হরি, শাহনাজ, হেমি।
- 'হ' বলার সময় বেশি জোর দিয়ে নামগুলি পড়বেন। এমন করে কয়েকবার পড়তে পড়তে বাচ্চাদেরও পড়তে বলবেন। এমন করে পড়ার সময় 'হ' কে গোল করে দাগ দেবেন। এই কাজের সময় আপনা থেকেই তাদের মাথায় 'হ'-এর চিহ্নরূপ ও কথ্যরূপ স্থায়ী হয়ে যায়।
- এবার দলের মধ্যে যে নামগুলি আছে সেগুলির মধ্যে থেকে এরকম সমান, একই রকম উচ্চারিত বর্ণকে চিহ্নিত করতে এবং তাদের উচ্চারণ ও লেখার রূপকে চিহ্নিত করতে দিতে হবে। ছোট ছোট কাগজে তারা চিত্ররূপটি লেখার চেষ্টা করতে পারে। তবে এর উপর বেশী জোর দেবার দরকার নেই।

● এইভাবে শিখতে শিখতে কখন তারা ব্যঞ্জন বর্ণমালায় চলে আসবে। তখন তাদের দিনে ৫টা বর্ণ বর্গ হিসেবে শেখাতে হবে।

● শিশুদের এই পর্যায়ে জানিয়ে দেওয়া ভাল যে আমাদের বর্ণমালার বিন্যাস (বর্গে বিন্যাস) উচ্চারিত ধ্বনি অনুযায়ী তৈরি হয়েছে বলেই তা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। 'ক' বর্গ, 'ত' বর্গ ইত্যাদি।



১। আমাদের ভাষায় অনেক বর্ণ ও অনেক মাত্রা আছে তা শিশুদের বলা দরকার। কথার সঙ্গে এইসব বর্ণ শেখা দরকার তবে বর্ণ শিখতে শিখতে তাদের বর্ণমালা হিসেবে শেখাটা জরুরী কারণ এর বিন্যাস উচ্চারণে সুবিধা আনে।

২। একেবারে জানিয়ে দিন আজ আমরা ৫টা বর্ণ শিখব ও পড়ব।

৩। এক একটা বর্ণ লিখুন আর ঐ বর্ণ শ্রেণীর কোন শিশুর নামের সঙ্গে যুক্ত থাকলে নামকার্ড বা নামচার্ট থেকে সেটাকে চিহ্নিত করুন।

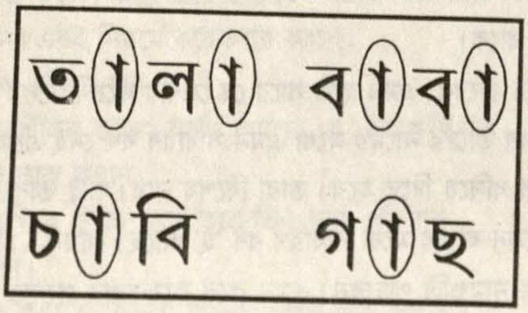
৪। প্রথম দিন ৫টা বর্ণ শেখা হল। সবই কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ হবে। প্রথম দিন ক - ঙ পর্যন্ত হল।

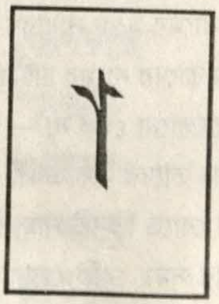
৫।পরের দিন চ - ঞ এভাবে চলতে থাকবে। ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পূর্ণ হলে এবার আসবে স্বরবর্ণ।

৬। এবার স্বরবর্ণ করুন।

৭। বারে বারে অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুশীলন এক রকমের হবে না। প্রতি অনুশীলনের সময় নতুনত্ব আনতে হবে যাতে শিশুরা চিন্তা করে কাজ করতে পারে। এইসময় বোর্ডের কাজ দেওয়া খুব কাজের। বোর্ডে একটি নাম লিখলেন। তার মধ্যে চেনা বর্ণটি বলতে হবে। চিনিয়ে দিতে হবে। শিক্ষিকা লিখবেন — শিশুরা এসে চিহ্নিত করবে।

স্বরচিহ্ন শেখানো — দেওয়ালে নাম, সাধারণ জিনিস ইত্যাদি অনেক শব্দ টাঙানো আছে। সেখান থেকে (া) আকার যুক্ত শব্দগুলি বোর্ডে লিখে শিশুদের পড়তে বলুন। এরপর শব্দের যেখানে যেখানে া-কার চিহ্ন আছে তাতে গোল করুন। এরপর আলাদা করে পাশে বড় করে আ-কার (া) চিহ্নটি লিখে বলুন— একে আ-কার বলে।





আকার — আ থেকে এসেছে। আ অন্য কোন অক্ষরের পাশে এলে 'া' হয়ে যায়। এইবার তিনি অন্যান্য অক্ষরের পাশে 'া' - কার বসিয়ে বারে বারে উচ্চারণ করে পড়াবেন। এক এ কটি শিশুকে ডেকে ডেকে চার্টের মধ্যে আ-কার যুক্ত শব্দগুলি দেখাতে ও পড়তে বলবেন। নানারকম সৃজনশীল খেলার দ্বারাও তিনি এই কাজটি করাতে পারেন। যেমন — কতগুলি আ-কার যুক্ত শব্দের ছবির কার্ড বানিয়ে শিশুদের দেখিয়ে সেই ছবির শব্দটি লিখতে বলবেন।

আ-কার অনুরূপ অন্যান্য স্বরচিহ্নগুলিও একে একে একইভাবে শেখাতে হবে। যেমন — ি, ী, ু, ূ, ে, ো, ৌ ইত্যাদি।

প্রতিটি স্বরচিহ্ন শেখানোর সময় তার উৎস কোথা থেকে হচ্ছে তা শিক্ষক / শিক্ষিকাদের বিশেষভাবে বলে দিতে হবে এবং স্বরবর্ণ থেকে যে স্বরচিহ্ন আসছে তার একটা চার্টও দেওয়ালে টাঙিয়ে দেবেন।

স্বরবর্ণ	স্বরচিহ্ন
আ	া
ই	ি
ঈ	ী
উ	ু
ঊ	ূ
ঋ	ৃ
এ	ে
ঐ	ৈ
ও	ো
ঔ	ৌ

পাঠ্যবই -এর সঙ্গে পরিচিতি

আমাদের পাঠ্যবই — "সহজ পাঠ"

প্রস্তুতি : যেদিন তাদের পাঠ্যবই দেবেন তার আগের দিন কয়েকটি প্রস্তুতি সেরে রাখুন।

১। পাড়ার কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে রাখুন যে ঐদিন বই দেওয়া হবে। তিনি যেন আসেন বই উপহার দিতে। কীভাবে হবে তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন।

২। পাঠ্যবই-এর যে অংশ দিয়ে পড়া শুরু করবেন সেটা ভাল করে পড়ে দেখুন তারমধ্যে শিশুদের অজানা শব্দ কোনগুলি আছে। সেই সব শব্দের তালিকা করে দিন।

৩। বই হাতে দেবার আগের দিন এইসব শব্দ শ্রেণীতে উপস্থাপন করে শব্দগুলিকে পড়িয়ে শিখিয়ে দিন।

৪। দেখুন এবার তারা পাঠ্যাংশ পড়তে পারল কিনা। (এটা নিজের মনে মনে করে নিতে হবে)

৫। বইগুলিকে সুন্দর প্যাকেটে মুড়ে রাখুন।

উপস্থাপনাঃ

১। ঐ ব্যক্তিকে ডেকে আনুন

২। ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে শ্রেণীতে ঢুকুন।

৩। সবাই মিলে যেন ব্যক্তিটিকে স্বাগত জানায়। এই আদব কায়দা আগেই শেখানো থাকা চাই। সেইভাবে তারা তাঁকে অভ্যর্থনা করবে।

৪। আপনি ভদ্রলোককে বলুন - "এখন আমার বাচ্চারা সুন্দর পড়তে শিখেছে।"

৫। ভদ্রলোক প্যাকেট খুলে সবাইকে একটি করে "সহজ পাঠ" উপহার দিলেন।

৬। তিনিই বলবেন - 'বইটা তোমরা ভাল করে দেখ। কেমন লাগছে?' ১০ - ১৫মিনিট নিঃশব্দে তাদের বইটি দেখতেদিতে হবে। এই সময় শিশুদের একটুও বিরক্ত করবেন না।



৭। হঠাৎ-ই তারা পরিচিত অংশে চলে এসে শব্দগুলি পড়তে চেষ্টা করে চিৎকার করে উঠবে।

৮। উৎসাহ দিন। অবশেষে কয়েকজন পুরো বাক্য পড়ে ফেলবে প্রচুর উৎসাহ দিন, হাততালি দিন।

৯। ভদ্রলোককে দিয়ে হাজার তারিফ করান।

নমুনা : মনে রাখতে হবে বই দেবার আগের দিন বা তার আগের দিন সহজ পাঠের একটি ছড়া বা গল্প যেটি কিনা পড়তে বলবেন সেটির মধ্যে যেগুলো অজানা শব্দ সেগুলো বোর্ডে লিখে শেখাবেন। এরপর জানা শব্দগুলিও বোর্ডে লিখে দেখবেন বাচ্চারা পড়তে পারছে কিনা।

উদাহরণ : বনে থাকে বাঘ - এই ছড়াটির মধ্যে কোনগুলি অজানা বা জানা জানতে চেষ্টা করবেন। যেমন — ওড়ে, বনে, থাকে, বাঘ, জলে, মাছ, মেলে, পাখা, গাছে, পাখি, আছে, ডাকে, ফল, খায়, ইত্যাদি।

● এগুলি যখন পড়তে পারছে তখন প্রশ্ন করুন - বাঘ কোথায় থাকে? উত্তর - বনে থাকে বাঘ। কোন বাচ্চাকে ডেকে কোথায় বনে লেখা? তারপর কোথায় থাকে এবং কোথায় বাঘ, এইভাবে শিশুরা নিজেরাই বার করে দেখাবে এবং শিক্ষিকা তা বোর্ডেলিখে নেবেন। তারপর সবাইকে বলতে বলবেন। এইভাবে অন্যান্য লাইনগুলোও শিখিয়ে নেবেন। শিক্ষিকা এগুলো দিয়ে অভিনয়ও করাতে পারেন।

এরপর উপস্থাপনার কাজটা করুন।

মজার দৃশ্য : শিশুদের হাতে যখন বই দেওয়া হবে তখন সেই বই নিয়ে তাদের মনের যে অভিব্যক্তি তা ভোলার নয়। এর আগে তারা ছাপা অক্ষরে লেখা বই দেখেনি। দেখলেও পড়ার সুযোগ পায়নি। এতদিন যে কথাগুলো শিক্ষিকাকে লিখতে দেখেছে, পড়তে শিখেছে, চিহ্নিত করতে শিখেছে — সেগুলিই কী সুন্দর ছাপার অক্ষরে বই-এ লেখা, বিশেষ করে দুদিন আগে যে বনে বাঘ, ইত্যাদি কথাগুলো নিয়ে কাজ করল সেগুলো নিয়ে এত সুন্দর গল্প হঠাৎ পড়তে পারার ক্ষমতা আবিষ্কার করে পড়তে শুরু করা, চেষ্টা করার মধ্যে যে দারুণ উত্তেজনা তাতে গোটা ক্লাসই টগবগ করে উঠছে। শিক্ষিকা শুধু বসে তাদের এই পরিবর্তন মানসিক ও আত্মিক উত্তরণ দেখছেন — আর অভিভূত হচ্ছেন।

পরবর্তী পর্যায় : এরপর থেকে একই নিয়মে নৈমিত্তিক পড়ার কাজ চলবে। দুই একটা পাঠ পূর্বমত করা যায়। পরের পাঠ একেবারে সরাসরি বই থেকে শুরু হবে।

লিখন

Dyslexia -র উপর সতর্কীকরণ মনে করুন।

পঠন ও লিখনে এই সমস্যা প্রায়ই আসবে। কারণ অনুসন্ধান করে এই অক্ষমতাকে জয় করানোর ব্যবস্থা করুন। এটা ব্যক্তি বিশেষ নয় :

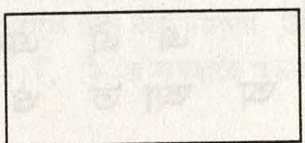
দশে একজনের হতে পারে – ছেলেদের ক্ষেত্রে
দশে তিনজনের হতে পারে – মেয়েদের ক্ষেত্রে

লিখনের প্রস্তুতি পর্ব ঃ শারীরিক মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সমন্বয় (physical, mental & emotional set up)

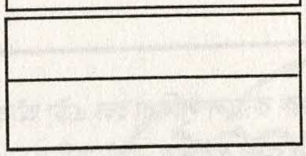
পর্ব ১ :

কাগজে রং করা

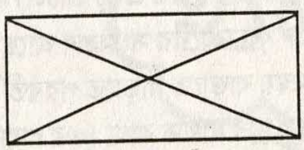
ক) পুরো পাতা রং করতে দেওয়া



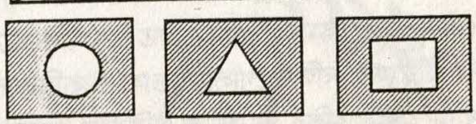
খ) অর্ধেক পাতা রং করা ; প্রথমে দুই দিকে আলাদা রং হবে



গ) চারটে খোপে রং করা প্রতিটি খোপে আলাদা রং হবে।

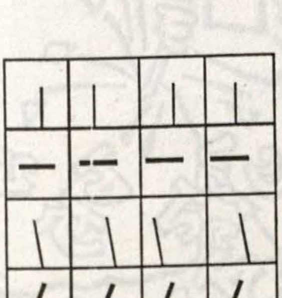


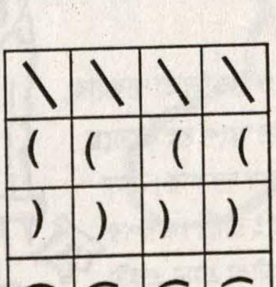
ঘ) এরপর মধ্যেখানে গোল বা চৌকো রং করা বা ত্রিভুজ রং করা

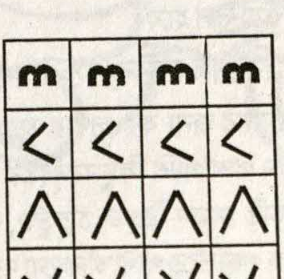


দ্বিতীয় ধাপ

বর্ণ লেখার আগে হাতের সূক্ষ্ম পেশী মজবুত করার জন্য কিছু অভ্যাস করাতে হবে।







এই সমস্ত চিত্র আঁকতে আঁকতে শিশু তার হাতকে নানাদিকে নিয়ে যেতে পারবে। পরিমিত অঙ্কন করতে শিখবে এবং নিজের হাতকে বিশেষতআঙুল আর কব্জিকে নিজের বশে রাখতে পারবে।

বাংলা লেখার মধ্যে এত দ্রুত দিক, আকার, পরিমাণ ও মাত্রা পরিবর্তন করতে হয় যে হাতের কব্জি ও আঙুলকে বশে না রাখলে লেখা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়তঃ বাংলা বর্ণ ও মাত্র র নানা আকার হয়। কিছু আকারকে নিয়মিত বলতে পারি কিন্তু। কিছু আকার আবার অনিয়মিত।

বাংলার নানা আকারকে নীচে দেওয়া হল :

ব	র	ক	ঝ	ধ		
	থ	খ	ম	ফ	ঘ	
ড	ড়	উ	ভ	ঊ	ঙ	
	ন	ণ	গ	শ	প	ল
ঢ	ঢ়	ট	চ	ছ	দ	
		হ	ই	ঈ		
য	য়	স	ষ			
	এ	ঐ	ঞ			
অ	আ	ত	ও	ঔ		
				ঠ		

ত্রিভুজাকৃতি দিয়ে শুরু করলে সুবিধা হল এটা আঁকা অপেক্ষাকৃত সহজ। সামান্য পরিবর্তন করলেই এক একটা বর্ণ হয়ে যায়। রেখা ভাঙার প্রথম কাজ (যদিও একটু জটিল) - থ ম খ ত। এরপর হাতের নিয়ন্ত্রণ আরো বাড়বে তখন ড ড় উ আসবে। এখানে সরল বক্র বৃত্তাকারের সংমিশ্রণ আছে।

এভাবে হাতে পেশীর সমন্বয় বাড়াতে বাড়াতে পরবর্তী লেখায় চলে যাওয়া সম্ভব।

সবচেয়ে কঠিন কাজ ঠ-এর ছবি মাথায় রাখা। এর ধারাবাহিকতায় বৃত্তীয় আবর্তনের নান দিক পরিবর্তন ও তীক্ষ্ণ কৌণিক পরিবর্তন যেমন আছে তেমনই ঘুর্ণনের দ্রুত দিক পরিবর্তনের কাজ আছে।

আমাদের মস্তিষ্কের দক্ষিণ গোলার্ধে ভাষা ও যান্ত্রিক দক্ষতা এক সাথে রয়েছে। ফলে অনুশীলন করতে করতে মস্তিষ্ক লেখার আকারগুলির ঘুর্ণন দিক পরিবর্তন ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিরুপণ করে। অংকনের ভেতর দিয়ে তাদের যন্ত্র -বিজ্ঞানের দক্ষতাকে পরিপুষ্ট করা হয়। ফলে সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তারা লিখনে স্বাচ্ছন্দ পায়। তাই ধীরে এবং ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে। প্রচুর অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সময়ে সময়ে তাড়া দেওয়া ভুল হবে।



বিশেষ দ্রষ্টব্য : পেশীর উপর নিয়ন্ত্রন ও ইচ্ছামতো ব্যবহার করানোর জন্য বর্ণ লেখার আগে যখন নানান অংশ রং করেছে তখন পাশাপাশি কিছু আকৃতির অংকন করানো দরকার। নানা আকৃতি যেমন ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্তীয় আকার ইত্যাদি। এরপর সহজ পদ্ধতিতে পাখী আঁকানো দরকার। পাখী আঁকা এমন একটা কাজ যা আয়ত্ব করলে বাংলার যে কোন বর্ণ লেখা সহজ হবে। প্রায় সব ঘুর্ণন এতে আছে।

বানান

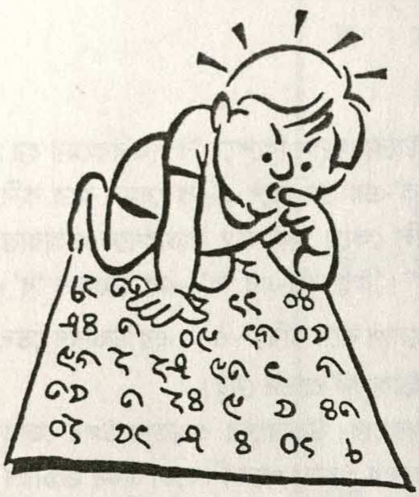
বানান উচ্চারণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। বাংলার একই বর্ণের উচ্চারণ স্থান বিশেষে বিশেষ রকমের হয়। মাত্রার সব সময় উচ্চারণ মাত্রা অনুযায়ীও হয় না। ‘এক’-এর উচ্চারণে এ-কে যেমন করে করি ‘একটি’ উচ্চারণের সময় এ-কে তেমনভাবে করি না। কতকগুলি ক্ষেত্রে অকারান্ত উচ্চারণকে ওকারান্ত উচ্চারণ করি। যেমন ‘বলতে পারি’-এর ‘ব’-এর উচ্চারণ -“বো”। কিন্তু বল-এর ‘ব’ -এর উচ্চারণ ‘ব’। শেষের ব্যঞ্জনবর্ণকে প্রধানতঃ খণ্ডভাবে উচ্চারণ করি। (অর্থাৎ স্বরলোপ করে করি) ু ও ূ- এর উচ্চারণ ভেদ নেই। আবার ি, ী-এর উচ্চারণেও প্রভেদ নেই। ন আর ণ -এর উচ্চারণের প্রভেদ নেই।

তাই উচ্চারণ মতো বানানকে ভুল না বলে তাকে গ্রহণ করা দরকার। উচ্চারণের শুদ্ধতার উপর জোর দিলে বানান অনেকটাই সংশোধিত হবে। ু, ূ, ি, ী-এর ব্যবহারে শুদ্ধতা পরে শিখবে। এখন উচ্চারণ মতো বানান করতে পারাটাই কাজ।



সংখ্যা

অভিজ্ঞতা বলে যে সব শিশুরা ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত নির্ভুলভাবে পরপর বলতে পারে তবে সাধারণত ঐ সংখ্যাগুলির আসল অর্থ কী তা বলতে পারে না বা জানে না। অনেকটা মন্ত্রের মতই গড় গড় করে মুখস্থ বলতে পারে - অথচ তার অর্থ কী তা তারা জানে না।



পড়ার সময় থেকেই সংখ্যা শুরু করা যায়। নাম পড়ার সময় ২৫টি নামের কার্ড তৈরি করা হয়েছিল।

এবার সংখ্যা শেখার সময় ১০টি বস্তুর নাম দুটিভাগে ৫টি করে তৈরী করুন।

যেমন ধরুন, ৫টি ইঁদুর আর ৫টি হাঁস, যদি এমন আঁকা সম্ভব না হয়, তবে ৫টি এক রং- এর একটি সেট এবং নীল রং- এর একটি সেট। এই কাগজগুলিকে গোল করে এক একটি বস্তু তৈরী করুন যেমন গোল করে বল আর টম্যাটোর মত হল।

১। সংখ্যার প্রথম ক্লাস

(ক) পড়াবেন না সাধারণভাবে শুরু করুন।
একটি গল্প বলুন না ....

একদিন আমি মাঠ দিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ এক ছোট্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঘাসের ভিতর থেকে সে মুখ তুলে হাসছে। পকেট থেকে একটা রঙীন ফুল তুলে দেখালেন, "এই ছোট সুন্দর বন্ধু। কেমন আছ?" আমি বললাম। সঙ্গে সঙ্গে ছোট বন্ধুটি জবাব দিল " আরে দাদা আমি তো সুন্দর। আমার ভাই বোনেরাও সুন্দর। এখন আমি একা। এখন আমি এক। কিন্তু দেখবে একটু পরেই আমরা দুই হয়ে যাব। ওই দেখ ভাই আসছে। এক্ষুনি আমরা দুই হব।" পকেট থেকে আর একটা ফুল বের করে দেখাবেন। বলবেন (গল্পের ভঙ্গিতে ফুলের সঙ্গে কথা ....), "তাই তো তোমার ভাই। ও তো খুব সুন্দর। আগে তোমাদের মধ্যে তুমিই একা ছিলে— অর্থাৎ তুমি এক (একটা ফুল তুলে), এখন আবার ভাই এল - (দ্বিতীয় ফুলটা তুলে) এখন তোমরা দুই হলে।



(ছোট ছোট দল করে খেলুন — নাচতে নাচতে বলুন তখন ছিলাম এক - ভাই এলে হলাম দুই।)

ওই যে কে আসছে? তোমার বোন? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার বোন। ও সুন্দর নয়? (পকেট থেকে আর একটা ফুল বের করে) হ্যাঁ খুব সুন্দর। প্রথমে ছিলাম এক, ভাই এসে দুই, বোন এল তিন। আমরা ভাই বোন তিন। নাচি ধিনতা ধিন। ....এই খেলা চলতে চলতে শিক্ষিকা আবার বলে উঠবেন " তারপর দেখলাম ওই তিনজনের বাবা আর মা আসছেন। পকেট থেকে আরও দুটি ফুল বের করে) তাহলে হয়ে গেল চার আর পাঁচ।



শিক্ষিকা নিজস্ব কায়দায় গল্প বলবেন। মাঝে মাঝে বলবেন এবার ক'জন হল? এবার? এবার? প্রতিবারেই কখনও বাড়াবেন কখনও কমাবেন।

এভাবে ১, ২, ৩, ৪, ৫ শেখা চলবে। সংখ্যা শেখার ক্ষেত্রে ৫-এর গোষ্ঠী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও ধারণা হওয়া দরকার। একই ফুল, পশু, পাখি নিয়ে খেলতে খেলতে এটা মনে হতে পারে ১,২,৩,৪,৫ - এর সবাই ঐ ফুল বা পশু বা পাখীর প্রতীক তাই পরবর্তী পর্যায়ে অন্য গল্পের অবতারণা করতে হবে যেমন ধরা যাক ভাইবোনেরা মিলে খেলতে খেলতে ঘর বা ছবি বা অন্য কিছু বানাবে। এখন থেকে একটা ঘর ২টি ছবি, ৩টি গুলি, ৪টি পাখী ইত্যাদি গুণতে শিখবে।

এভাবে দুটি পিরিয়ডে ১ - ৫ পর্যন্ত শিখবে।

তৃতীয় পাঠে তারা ৬ - ১০ পর্যন্ত শিখবে।

বিশেষ কথা : এই পাঠের লক্ষ্য হল প্রথম পর্যায়ে ১ - ৫, এদের অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা, সংখ্যাগুলির অর্থ কী। তাই সব সময় সংখ্যার কথা বারে বারে আসবে। গল্পের মধ্যে সংখ্যাটাই প্রাধান্য পাবে। যেই বাবা এসে বললেন চলুন এবার সবাই একটু চা খাই। ওরা চারজন আর আমি। আমাদের জন্য মোট পাঁচ কাপ চা তৈরি হল। দলের একজন তো চা খায় না তাই পাঁচ কাপেই হয়ে গেল ইত্যাদি।

মনে রাখবেন : গল্প যেন হঠাৎ থেমে না যায়। গল্পের সমাপ্তি আছে। সংখ্যার কথা হয়ে গেলেই গল্প শেষ হয়নি। যেমন উপরের গল্পের শেষ যদি এমন হয় যে ছোটদের বাবা এলে সংখ্যার কাজ শেষ হয়ে তবে গল্প সেখানেই শেষ হবে না। বাবা মা বাড়ীতে ডাকবেন নতুন বন্ধুকে চা খেতে। বাড়ীর বাগানে বসে সব চা খাবেন। পাঁচ কাপ। বিদায় দেবার পালা হবে - আবার আসার পালা হবে ইত্যাদি যেমন একটা পরিণতি থাকে।

তৃতীয় পাঠ: এই পাঠে শিশুরা ৬ - ১০ সংখ্যা শিখবে।

প্রস্তুতি : শিক্ষিকা নীল রং-এর দশটি বড় বড় কার্ডবোর্ড কেটে রাখবেন। চৌকো বা গোলাকার এবং বড় বড় হবে।

শ্রেণীর কাজ : ক্লাসে এসে সামনের কিছুটা জায়গা ফাঁকা রাখবেন। যাতে ঐ জায়গায় যা হবে তা প্রতিটি শিশুই দেখতে পায়। এবার এক একটি কার্ডবোর্ড ১৮ থেকে ২৪ সে.মি দূরত্বে একলাইনে পর পর বসিয়ে যান। পাঁচটা বসানো হয়ে গেলে ষষ্ঠটি একটু বেশী দূরে রেখে ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ এভাবে কার্ডগুলিকে পেতে দিন। ৫ নং এবং ৬নং কার্ডের মাঝে মেঝেতে চক দিয়ে দুটি লাইন কেটে নদী করে দিন। নদী কথাটা লিখে দিতে পারেন। এবার একটি শিশুকে সঙ্গে নিন। বলুন এবার আমরা পাথরের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে নদীটা পেরিয়ে যাব। শিশুকে সঙ্গে নিয়ে জোড়া পায়ে একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে লাফ দিন আর বলুন - একটা পাথর পেরোলাম এক, দুই, তিন, চার পাঁচ। এবার একটু থামুন। বলুন নাটকের মতো করে - এবার আমরা নদীটা পার হব।

" তুমি জোরে লাফ দাও। নদী চওড়া আছে। রেডী, ওয়ান, টু , থ্রী বলে এক সঙ্গে লাফ দিন। লাফ দিয়ে বলুন - ছয়, সাত আট, নয়, দশ। বাড়ী এসে গেলাম।" এভাবে কয়েকজন শিশুকে নিয়ে খেলুন খেলার সময় অন্যান্যরা সক্রিয় দর্শক হবে। এক - দুই - তিন - পাঁচ ছয় — - আট - দশ বলতে থাকবে। এতে সব শিশুই আগ্রহী হবে। তিন-চার দলের সঙ্গে শিক্ষিকা খেলার পর তিনি শিশুদের খেলাটা ছেড়ে দেবেন। একজন হবে শিক্ষিকা অপরজন হবে ছাত্রী/ছাত্র। আগের মতো করে লাফাতে লাফাতে নদী পার হবে আর বলতে থাকবে এক, দুই - দশ হোল। ছয় থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার উপর বেশী জোর দিতে হবে। সাধারণত ঃ শিশুরা পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা আপনা থেকেই এবং সহজেই শিখে ফেলে। ৬ থেকে ১০ শিখতে তাদের বেশী মাথা খাটাতে হবে। শিখন চলতে থাকবে। খেলাটাকে নানাভাবে করান।

কোন সময় কোন শিশুকে বললেন ৭ পর্যন্ত লাফিয়ে যাও ইত্যাদি। কাউকে বললেন ৪ পর্যন্ত কাউকে বা ৬ পর্যন্ত ইত্যাদি। এতে তাদের ১ - ১০ পর্যন্ত সংখ্যার পরিমান, পরিমাপ, দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন হবে। পাঁচ পেরিয়ে কোথাও যেতে হলেই নদী পার হতে হবে। এ যেন জানা- অজানা জগতের সঙ্গে মেলামেশার খেলা, মাঝেজিজ্ঞাসা-পিপাসার নদী, যতবার পার হবে ততবার জ্ঞানের পিপাসা মিটবে।

বিশেষ জ্ঞান ঃ নদী খেলাটার বিশেষ মনস্তাত্বিক দিক আছে। নদী জানা আর অজানার মধ্যে যে ফারাক তা প্রতীক। সহজ আর অপেক্ষাকৃত আরো সহজের মধ্যে যে অল্প আয়াস সাধ্য ব্যবধান তার প্রতীক। এই নদীটি পার হওয়ার সময় শিশুটির সব মন - দেহ - সমগ্র সত্তা কাজ করে। একান্তভাবে কাজে নিয়োজিত হয়।

সংখ্যার যে নানান দিক আছে, পরিমাপের পরিমাণের যে বিপুল চিত্রতা আছে তা এই কাজের মধ্যে দিয়ে পরিষ্ফুট হয়।

গল্পের সময় ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সংখ্যার সংযোগ ঘটল। নদী পারাপারে বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কের পরিচয় ঘটল।



দূরত্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। একটি পাথর - দুটি পাথর - ক্রমে ক্রমে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত আর ৬ থেকে ১০ তো একই রকম। যেন এক একটা বৃহত্তর একক। দুটির মধ্যে শুরু শেষের এত তফাত। নদী যেন সবই বলে দিল। পাঠের শেষে পাথর দিয়ে খেলা, সব কাজগুলি মিশিয়ে দেওয়া ইত্যাদি করে সংখ্যার গুণ সম্পর্কে নিজের মনের মধ্যে যে ধারণা তার পোষণ হবে। ১ থেকে ২, ৪ থেকে ৫ , ৭ থেকে ৮। দূরত্বের এই মাপকেও পরিবর্তন করা যায়। সবের মধ্যে যে ফারাক তা কিন্তু স্থির।

এসব অবশ্য শিশুদের কাছে ব্যাখ্যার বিষয় নয়। শিক্ষিকা জানুন রহস্য। জ্ঞানটা কাজের মাধ্যমে আপনা থেকে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। তাই শিক্ষিকা যত নতুন নতুন পদ্ধতি,অনুকরণে বার বার তাদের কাছে নানা দিক থেকে নানা আঙ্গিকে যত বেশী চিত্তাকর্ষক করে উপস্থাপন করবেন তাদের অন্তরে সংখ্যার জ্ঞান তত বেশী দৃঢ় হবে। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ও নব নব উদ্ভাবনী কৌশল শিক্ষিকা যত বেশী প্রয়োগ করবেন তত বেশী আনন্দদায়ক হবে।

তাড়াহুড়ো করা একেবারেই চলবে না। ধীরে ধীরে কাজ করাতে হবে। শিশুদের যথেষ্ট ভাবার, মনের অভ্যন্তরে ব্যাখ্যা করার ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ দিতে হবে।

মনে রাখবেন : কোন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করবেন না। এতে চিন্তাশক্তির স্ফুরণ হয় না। চিন্তন না হলে শিখন হয় না।

এই পর্যায়ে সংখ্যা লেখার দিকে যাবেন না।

সংখ্যা-পাঠ — সংখ্যা পঠন

এতক্ষণ শিশুরা শব্দ পড়তে এবং লিখতে বেশ শিখে গেছে। নিজের নাম পড়তে পারছে বেশ স্বাচ্ছন্দে। এক থেকে দশ পর্যন্ত গণনাও বেশ শিখে গেছে। প্রায় দু'সপ্তাহে এতদূর এগিয়েছে। শিশুরা মনে বেশ জোর পাচ্ছে তাদের আত্মবিশ্বাস জন্মাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই শিক্ষিকা তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন।

এই সময় তাই তারা সংখ্যা লিখতেও উদগ্রীব হবে। তবে এখনই তাদের লেখা শেখানোর সময় হয়নি। তবে তাদের বয়স, দৈহিক পটুত্ব কতটা হয়েছে তার উপর লেখা শুরু করা নির্ভর করছে। ৫ বছরের নীচে শিশুদের কিছু সংখ্যা লেখা আঁকিবুঁকি লিখতে দেওয়া যায়। মানসিকভাবে প্রস্তুতি এসে থাকলেই শুরু করুন "সংখ্যা - পঠন"।

এভাবে শুরু করুন

১। শিক্ষণ তত্ত্ব অনুসারে বস্তু -প্রতীক - সংখ্যা এই ধারায় শুরু করুন। এরজন্য গল্পটা কাজে লাগান। প্রথম ও দ্বিতীয় গল্প থেকে — আসুন একটি বস্তু এই ধারণায় -

২। বোর্ডে একটা তারকা চিহ্ন দিয়ে সকলকে একমত করান যে এই চিহ্নটি যে কান জিনিসকে বা বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝাবে।

৩। এমনি করে দুই, তিন ও চার ইত্যাদির প্রতীক তৈরি হল।

প্রথম দিন পাঁচ পর্যন্ত।

*
**
***
****
*****

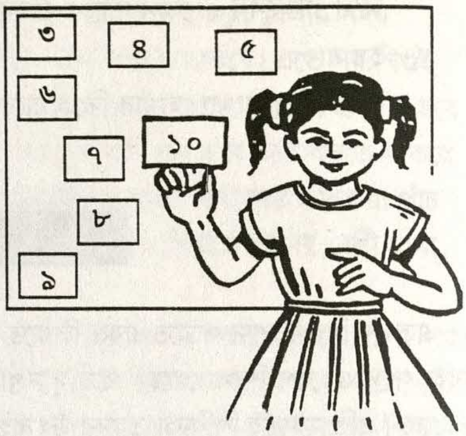
দ্বিতীয় দিন এরই উপর কাজ। নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করুন। তারকা চিহ্নগুলি এমনভাবে দিন যাতে মনে মনে যোগ করলে তাদের একটা ত্রিভুজাকৃতি চেহারা নেয়।

*	১
**	২
***	৩
****	৪
*****	৫



তৃতীয় দিনে এখান থেকেই শুরু করুন। বর্গক্ষেত্রাকৃতি কার্ডবোর্ডে ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,০ লিখতে হবে। এক একটি বর্গক্ষেত্রে এক একটি সংখ্যা থাকবে। নানারকম কাজ, খেলা ইত্যাদি দিয়ে সংখ্যাগুলির পরিচয় ঘটাতে হবে। ধীরে ধীরে তারা এইসময় সংখ্যাগুলি লেখা অভ্যাস করবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সংখ্যা বলতে পাটীগণিতের সংখ্যা শিখছে। তাই এক একটি বর্গক্ষেত্রে এক একটি রং থাকবে। ১০ থেকে অংকের সমাহার। তেমনই ১০ - ৯৯ দুই অংকের সমাহার। ১০০ -

৯৯৯ তিন অংকের সমাহার। সুতরাং ১০ লিখতে দুটি বর্গক্ষেত্রের কার্ড লাগবে।



***** * ৬

***** ** ৭

***** *** ৮

***** **** ৯

***** ***** ১০

একক ও দশক

১। একটি বড় শক্ত পীচবোর্ডে একই রকম দশটি জিনিসের ছবি দশটি সারিতে আঁকবেন। দশটি সারি দশটি লাইনে থাকবে। এক একটি সারি ৫ - ৫ সারিতে হবে। নীচের বোর্ডটি দেখুন।

২। শিশুদের শিক্ষিকা পড়তে ডাকবেন। তাঁর সঙ্গে পড়বে। ৫ -এর পর একটা ছোট বিরতি - আবার পড়া। ১৫-তে এসে থামুন।।

৩। এটা কয়েকবার করান। প্রতিবারেই বাঁদিক থেকে পড়তে শুরু করুন। এতে বিয়োগের সময় ডানদিক থেকে গুণতে শেখা সহজ হবে।

৪। পরের সংখ্যা ১৬ থেকে ২০। শিক্ষকের নিজের দক্ষতার উপর বিষয় উপস্থাপনা এবং পদ্ধতি নির্ভর করছে। বোর্ডের তারা গুলি জীব-জন্তু, গাছ, পাথর যে কোন বস্তুর প্রতীক হিসেবে ধরা হবে। শিশুরা এটা সহজে পারবে। যেমন,দশটা বই-এর পাতা, ১৫টা কাগজ, - এটা বোর্ড থেকে গুণেই বলবে।

***** *****
***** *****
***** *****
***** *****
***** *****
***** *****
***** *****
***** *****
***** *****
***** *****

একক ও দশকের রহস্যভেদ

এর সবটাই শিক্ষকের স্বক্রিয় নির্ভুল ও সহজ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে।

১। বোর্ডে শিক্ষক লিখবেন
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯

এক একটা বর্গক্ষেত্রেও এই সংখ্যাগুলি ছিল। শেষ সংখ্যাটি ১০ ছিল যাতে দুটি অংক দুটি বর্গক্ষেত্রে লেখা আছে।

এভাবে লিখবেন। ১০ ☐ ☐

২। আবার বোর্ডে লিখবেন ২১ ☐ ☐

২২ ☐ ☐

২৩ ☐ ☐

২৪ ☐ ☐

২৫ ☐ ☐

২৬ ☐ ☐

২৭ ☐ ☐

২৮ ☐ ☐

২৯ ☐ ☐

এবার বোঝাবেন বাঁদিকেরটা ঠিক থাকবে। পরিবর্তন হচ্ছে ডান দিকেরটা। এবার ১০ - ১৯, ২০ - ২৯, ৩০ - ৩৯ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একই তফাৎ ১০-এর। ১০ যোগ করলেই পরের দশকে যেতে পারি।

```
 ১১      ২১
 ১০      ১০
────    ────
 ২১      ৩১     ইত্যাদি।
```

৩। কেবল ১০-এর তফাতে এককের অংকে পরিবর্তন ঘটে। পড়ার সময় এমন করেই পড়বে আর লিখবে। এক দশ-এক —এগারো, এক দশ দুই — বারো, দুই দশ তিন — তেইশ, তিন দশ চার — চৌত্রিশ ইত্যাদি। মনে রাখবেন বাংলা সংখ্যার ১ — ৯৯ পর্যন্ত প্রত্যেকের পৃথক নাম আছে।

দ	এ	দ	এ	দ	এ	দ	এ	দ	এ	দ	এ	দ	এ	দ	এ	দ	এ	শ	দ	এ
	১	১	১	২	১	৩	১	৪	১	৫	১	৬	১	৭	১	৮	১		৯	১
	২	১	২	২	২	৩	২	৪	২	৫	২	৬	২	৭	২	৮	২		৯	২
	৩	১	৩	২	৩	৩	৩	৪	৩	৫	৩	৬	৩	৭	৩	৮	৩		৯	৩
	৪	১	৪	২	৪	৩	৪	৪	৪	৫	৪	৬	৪	৭	৪	৮	৪		৯	৪
	৫	১	৫	২	৫	৩	৫	৪	৫	৫	৫	৬	৫	৭	৫	৮	৫		৯	৫
	৬	১	৬	২	৬	৩	৬	৪	৬	৫	৬	৬	৬	৭	৬	৮	৬		৯	৬
	৭	১	৭	২	৭	৩	৭	৪	৭	৫	৭	৬	৭	৭	৭	৮	৭		৯	৭
	৮	১	৮	২	৮	৩	৮	৪	৮	৫	৮	৬	৮	৭	৮	৮	৮		৯	৮
	৯	১	৯	২	৯	৩	৯	৪	৯	৫	৯	৬	৯	৭	৯	৮	৯		৯	৯
১	০	২	০	৩	০	৪	০	৫	০	৬	০	৭	০	৮	০	৯	০	১	০	০

সংখ্যা দিয়ে গণনা

যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ

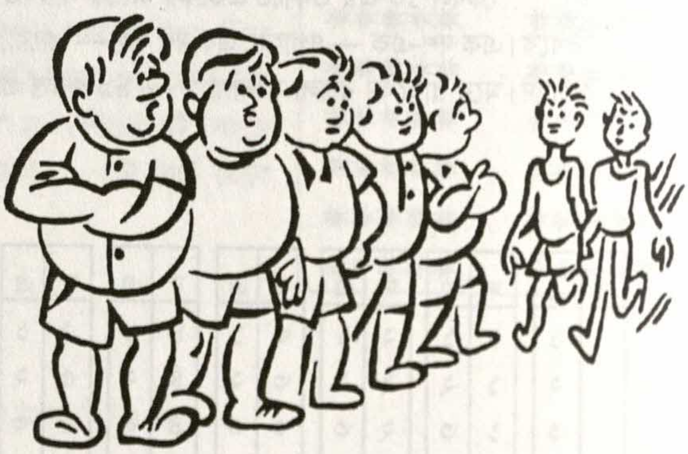
ইতিমধ্যে শিশুরা দুই অংকের সংখ্যা কিছুটা শিখতে ও পড়তে শিখেছে। প্রতিদিন শিক্ষিকার কাজ হবে প্রতি সকালে সংখ্যা-চার্ট কিছুক্ষণ পড়ানো। এতে তারা সংখ্যা সম্পর্কে স্বাচ্ছন্দ হবে।

এরপর যোগ-বিয়োগে আসতে হবে। প্রথমেই যোগ।

যোগ

১। গল্পে বলা যে খেলনাগুলি ছিল —১-৫ সেগুলি ব্যবহার করতে হবে। এক হাতে একটি খেলনা অপর হাতে তিনটি। এভাবে কখনও একহাতে দুটি অপরহাতে দুটি। এইভাবে বিভিন্নসময়ে দুহাতের খেলনার সংখ্যার পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসা করবেন, "আমার বাঁহাতে কটা খেলনা আছে? ডান হাতে কটা খেলনা আছে? এবার একহাতের সবকটা খেলনা অন্যহাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, "এবার এই হাতে সবমিলিয়ে কটা খেলনা আছে?" প্রতিবারই তারা যেন হাতের খেলনাগুলি দেখতে পায়।

২। ১ থেকে ৫টা খেলনা দিয়ে এই খেলা কয়েকবার খেলবেন।



৩। এবার একই খেলা খেলবেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা বোর্ডে লিখবেন। যেমন - " আবার বাঁ হাতে কটা খেলনা আছে? - তিন - শিশুরা বলবে।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ৩ - এর পাশে + চিহ্ন দিয়ে লিখবেন '১'। যোগের চিহ্ন দিয়ে বোঝালেন এই চিহ্ন দুটিকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমনভাবে এক হাতে মেশানো হল তা দেখালেন ও চিহ্নকে দেখালেন। এবার সব মিলিয়ে কটা হল?" শিশুরা বলে উঠল, চার। তিনি = চিহ্ন দিয়ে পাশে লিখলেন "৪"=চিহ্নটা বুঝিয়ে দিলেন যে দুটি মিশে যে ফল দাঁড়ালো সেটা বোঝাতে = চিহ্নটি দেওয়া হয়েছে।

৪। তাহলে দাঁড়ালো ৩ + ১ = ৪ তিন আর এক মিলে চার হল অথবা তিন যুক্ত এক সমান চার।

১		৩	=	৪
১	+	৩	=	৪
১	+	৩	=	৪

৫। সাবধান: খুব লোভ হবে শিশুদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরের ফলে তাদের অনেক অনেক কাজ দিয়ে একেবারে যোগের সব চিহ্ন ও প্রক্রিয়া একসঙ্গে মাথায় চাপিয়ে দিতে। দয়া করে এটা করবেন না।

বর্তমানের লক্ষ্য হল যোগ সম্পর্কে ধারণাকে তৈরি করা। আর সেইসঙ্গে সেটাকে দেখতে কেমন হয় তা বোর্ডে লিখে মাথার মধ্যে গেঁথে দেওয়া। এই সময় গাণিতিক ভাষা — যোগ, সমান ইত্যাদির উপর কোন জোর দেওয়া যাবে না। তাদের চিন্তনের মধ্যে প্রক্রিয়ার ভাষা দানা বাঁধছে। গাণিতিক ভাষায় নয় — অর্থাৎ দুহাতের সবকটা একসঙ্গে মিলে বাড়ছে। এসময় তারা তাদের ভাষায় এই কাজটা প্রকাশ করবে। — যেমন, তিন আর একে চার। তিনটির সঙ্গে একটি মিলে চারটি হল। ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই বলতে দিন। concept বা ধারণা ঠিক হচ্ছে কিনা দেখুন।

এই সময় একদিন দুদিন অন্তর শিক্ষিকা দেওয়ালে টাঙানোর জন্য যোগের টেবিল করতে পারেন।

১	+	১	=	২
১	+	২	=	৩
১	+	৩	=	৪

২	+	১	=	৩
২	+	২	=	৪
২	+	৩	=	৫

৩	+	১	=	৪
৩	+	২	=	৫
৩	+	৩	=	৬

এবার শিক্ষিকা শিশুদের কিছু কাজ দিতে পারেন। যেমন -(১) বোর্ড থেকে যে কোন দুটি যোগ বেছে নিয়ে তারা করবে। (২) শিক্ষিকা মন থেকে দুটি যোগ দিলেন (উত্তর দিয়ে দিলেন) তারা তার সমাধান করে উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে। (৩) শিক্ষিকা মন থেকে কতকগুলি অংক (যোগ) করতে দেবেন। তারা খাতায় / স্লেটে সেগুলোর সমাধান করে উত্তর বের করবে।

৬। বিশেষভাবে মনে রাখা : শিক্ষিকাকে মনে রাখতে হবে এই সময়ে যোগফল কখনোই যেন ১০-এর বেশি না হয় যখনই যোগফল দশ হবে তখনই তাদের মনে করিয়ে দিতে হবে যে তা লিখতে যেন দুটি বর্গাকার ঘর ব্যবহার করে। এটা প্রতিক্ষেত্রেই মনে করিয়ে দিতে হবে। এ পর্যন্ত চলছে মানসাঙ্ক। এর অর্থ হল সংখ্যা স্থানিক মান সহ মস্তিষ্কে স্থায়ী আসন করে নিচ্ছে। যোগফলের যে ক্রমবর্ধমান রূপ তাও মস্তিষ্কে এক অনুরূপ চিত্রকলা প্রবাহ তৈরী করছে।

৭। এই সমস্ত মস্তিষ্ককে যতটা সম্ভব বেশি কার্যকরী করে তুলতে হয়, তাই শিক্ষিকা যখনই মানসাঙ্ক দেবেন তখনই সমস্যাগুলি যেন জীবনমুখী করে তুলে ধরেন। কৃত্রিম কাজ মাথার ভিতরে ঢুকতে সাহস করে না। জীবনমুখী সমস্যা হলে তাদের মানসিক পরিবেশ ইতিবাচক হয়। মনোনিবেশ গভীর হয়। যেমন ঃ

শীত পড়ে যাওয়ার পরে সার্কাস এসেছে — তোমরা চার ভাই বোন এবং তোমাদের পাশের বাড়ীর বন্ধুরা তিন ভাই বোন একসাথে সার্কাস দেখতে গেলে। তোমরা কটা টিকিট কাটবে?

অথবা, বাবা বললেন আজ তিনি তিনটি রুটি খাবেন। তোমার কিন্তু বেশ খিদে পেয়েছে - চারটি রুটি চাই। মা তোমাদের দুজনের জন্য মোট কটা রুটি বানাবেন? ইত্যাদি।

অব্যয় : এক এক সময়ে মাত্র একটি বিষয় লিখবে। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হল - তত্ত্বের গ্রাফিক রূপ থেকে একটু একটু করে স্তরে স্তরে গাণিতিক প্রতিরূপে উন্নীত হওয়া। (গ্রাফিক রূপ = বাস্তব বস্তুর প্রতিরূপ) গ্রাফিক থেকে সাংখ্যমানে যাবার পথে পড়ছে গল্পের পুতুল/ ফুলের মডেল সেখান থেকে তারকা আঁকা চার্ট - সেখান থেকে গণনার মার্ক - থেকে সংখ্যার লেখ্য রূপ। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে হবে। দেখে লেখা, মুখে বলে দিলে তাকে লেখা ও এ দুয়ের সমাধান করা - একা একা করা - সবই একটার পর একটা আসবে, কোনটাকেই ছেড়ে লাফিয়ে অন্য পাঠে যাওয়া যাবে না। প্রতি ক্ষেত্রেই যথেষ্ট সময় দিতে হবে — ভাববার ও সমাধান করার — যথেষ্ট সময় দিতে হবে — তাড়া দেওয়া যাবে না।

পরের পাঠ

১। আগের মত একটি অথবা দুটি যোগ করার মত শিক্ষক একইরকম ভাবে একটু বড় এবং কঠিন সংখ্যার যোগ মুখে মুখে শেখাবেন, যেমন ১ কেজি পিঁয়াজের দাম ৪২ টাকা এবং ১ কেজি আলুর দাম ৩১ টাকা হলে ১ কেজি আলু ও ১ কেজি পিঁয়াজের মোট দাম কত? অনেক ছেলেরা এই যোগটি পাশাপাশি বসিয়ে করতে পারবে আবার অনেকে করতে পারবে না।

২। শিক্ষক কোন একটি শিশুকে এই অঙ্কটা চকবোর্ডে এসে করতে বলবেন। শিশু যদি সফল হয় তাহলে শিক্ষক অবশ্যই প্রশংসা করে পুরস্কৃত করবেন।

	দ	এ
	৪	২
+	৩	১
	৭	৩

৩। শিক্ষক এবারে বলবেন যে কখনো কখনো পাশাপশি যোগ করার পদ্ধতিটি কঠিন হয়, সেইজন্য শিশুদের অন্য একটি পদ্ধতি শেখানো উচিত। এই পদ্ধতিটি যোগ করাকে সহজ করে দেয়। শিক্ষক এবার ধীরে ধীরে উপর নীচে যোগ করার পদ্ধতিটি নীচের ছকের মাধ্যমে শেখাবেন।

৪। এই নতুন পদ্ধতিতে শিশুদের গতদিনের শেখানো এক অঙ্কের যোগ বিয়োগ পুনরায় করাবেন, যাতে করে তারা এই নতুন পদ্ধতিটি রপ্ত করতে পারে। উদাহরন- ৬(+)৯, ৭(+)৭ শিক্ষক অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যে খোপপূরন নিয়ম মানা হচ্ছে কিনা। প্রতিটি খোপে একটি করে অঙ্ক বসবে।

খোপ পূরণ পদ্ধতি																	
এ	ক	টি		খো	পে		কে	ব	ল	মা	ত্র		এ	ক	টি		
	সং	খ্যা		ব	স	বে											

৫। শিক্ষক ক্রমশ বড় সংখ্যার যোগ শেখাবেন।

মনে রাখার কথা ঃ- যখন শিশুদের যোগ শেখানো হবে তখন সবসময়ের জন্য শিক্ষক পরিচিত শব্দের মাধ্যমে উদাহরন দেবেন, যেমন- ক্রিকেট বল, সিনেমা হলের দর্শক, রাস্তার রিক্সা ইত্যাদি।

৬। এখন শিশুরা এইভাবে আরও জটিল যোগ নিজে থেকে করতে পারবে, শিক্ষক ৩৭(+)১৯ ইত্যাদি যোগগুলো সমাধান করতে না দিলেও।

৭। শিক্ষক দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার গুরুত্ব 'স্টার-চার্ট' ব্যবহার করে বোঝাবেন, তিনি বলবেন ' মোটা বিড়াল ' কেবলমাত্র দশকের ঘরে বসতে পারে এবং সাধারন মানুষ যেমন তুমি এবং আমি কেবলমাত্র এককের ঘরে বসতে পারে।

মনে রাখার কথা ঃ- এটি শিক্ষকরা ধীরে ধীরে শিশুদের আয়ত্তকরানোর চেষ্টা করবেন।

৯। দেখতে হবে দশ-এর ঘরের যোগফল যেন ১০০ ছাপিয়ে না যায়। এবার এই ধরণের হাতে রাখা যোগ প্রচুর করতে হবে। একের পর এক শিশুকে বোর্ডে এনে করাতে হবে। যতটা সম্ভব দেয়ালের চার্ট কাজে লাগাতে হবে। বার বার মনে করিয়ে দিতে হবে যে মোটা দশকের সংখ্যা কখনই রোগা পাতলা এককের সংখ্যার সঙ্গে বসতে পারে না।

দ্রষ্টব্য ঃ কথাগুলোকে অনেকটা অতিরঞ্জিত বলে মনে হবে। তবে এর যে প্রয়োজনীয়তা কতটা ধার করা বিয়োগ শেখানোর সময় বোঝা যাবে। হাতে রাখার ধারণা যত দৃঢ়মূল হবে - ধার করার ধারনা দেওয়া ততই সহজ হবে।

১০। এই সময় প্রচুর অনুশীলন দরকার। শিক্ষিকার দেখা দরকার যে, এই সময় স্কোয়ার রুলটি যেন ভালভাবে অনুসৃত হয়।

বিয়োগ

সতর্কতা ঃ বিয়োগের ধারণা গঠন ও বিয়োগের কাজ করা শিক্ষার প্রথম কয়েকবছর শিশুদের কাছে সবচেয়ে কঠিনতম বিষয় বলে মনে হয়। তাই সংখ্যা শেখার সময় যে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছিল — " খুব ধীরে এবং সন্তর্পণে অগ্রসর হবেন।" — সেই বাণীটি এখানে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বিয়োগের নামতা শেখানো উচিত নয়।

১। ওয়ালচার্টে দেওয়া প্রথম সারিবদ্ধ যোগের চার্টের নির্দেশ দেওয়া দরকার - ২ + ৩ = ৫; ৬ + ৩ = ৯।

২। সম্ভব হলে শিক্ষিকা শিশুদের গোল করে বসাবেন। নয়টি রঙিন বস্তু যেমন একইরকম দেখতে নানা রঙের একই মাপের বোতাম বা মার্কার ইত্যাদি মেঝেতে ছড়িয়ে দেবেন। প্রশ্ন করুন "কয়টি আছে ?" উত্তর "নয়টি"। "দুইটি তুলে নাও। এখন কয়টি রইল?" উত্তর - "সাতটি"। "বেশ সাতটি আছে। তিনটি তুলে নাও, এবার কয়টি রইল?" "খুব ভালো - চারটি"

৩। শিক্ষিকা এবার এই কথাগুলিই বোর্ডে লিখবেন। যেমন ৯ - ২ = ৭ , ৭ - ৩ = ৪ । এধরণের লেখা শিশুরা জানে কারণ যোগের সময় এই ধরণের লেখা ব্যবহার করা হয়েছিল।

৪। এবার দেখানো হবে যোগের মতই উপর নীচে বসিয়ে বিয়োগ করানোও সহজ। আগের অংকগুলিকে উপর নীচে বসিয়ে আবার লিখুন।

উপরে সবসময় বড় সংখ্যা বসাবেন।

$$\begin{array}{r} ৯ \\ -\ ২ \\ \hline ৭ \end{array} \qquad \begin{array}{r} ৭ \\ -\ ৩ \\ \hline ৪ \end{array}$$

মনে রাখা : যদি ইতিমধ্যে ছোট ও বড় সংখ্যা নিয়ে আলোচনা না হয়ে থাকে তবে এই সময় এটি করতে হবে। বড় ছোট ধারণার সঙ্গে সংখ্যা বড়ছোটর এই ধারণাকে যুক্ত করতে হবে। মূর্ত বস্তু যেমন - দরজা - জানালা, দূরত্ব, শিশু, বাড়ী, গাছ, ছবি ইত্যাদি দিয়ে শুরু করে তা থেকে সংখ্যায় উন্নীত হবে।

৫। ধার করা বা হাতে রাখা স্তর পর্যন্ত যাবার আগে নীচের তালিকা অনুসারে অনুশীলন ও আলোচনা চলবে। সমস্যার সমাধান হবে।

দ	এ
	৯
—	২
	৭

দ	এ
২	৭
—	৪
২	৩

	দ	এ
	৪	৮
—	১	২
	৩	৬

	দ	এ
	৩	২
—	২	২
	১	০

	দ	এ
	১	৭
—	১	০
		৭

(১) উপরে এবং নীচে এক অংকের সংখ্যা

(২) উপরে দুই অংকের নীচে এক অংকের সংখ্যা

(৩) উপরে এবং নীচে দুই অংকের - হাতে রাখা বা ধার করা নয়।

(৪) উপরে ও নীচে দুই অংকের সংখ্যা দুই অংকের উত্তর, শূন্যের ধারণার অবতারণা।

(৫) উপরে ও নীচের দুই অংকের বিয়োগ, এক অংকের উত্তর।

(৬) এবার প্রকৃতপক্ষে কঠিন কাজের মধ্যে ঢুকতে হবে। তা হল হাতে রাখা বা ধার করা বিয়োগ। এই সময় একক এবং দশকের মধ্যে যে প্রভেদ বা পার্থক্য আছে সেই অধ্যায়ের পুনরানুশীলন দরকার। (এক একক এবং এক দশকের মধ্যে পার্থক্য বা দূরত্ব হল ৯ একক)

(৭) বাগাড়ম্বর না করে শিক্ষক বিয়োগের অংক করাতে থাকবেন। এই ভাবে অংক করাতে করাতে নীচের মতো সমস্যায় চলে আসবেন।

	দ	এ
	৪	৫
—		৮

	দ	এ
	৩	২
—		৯

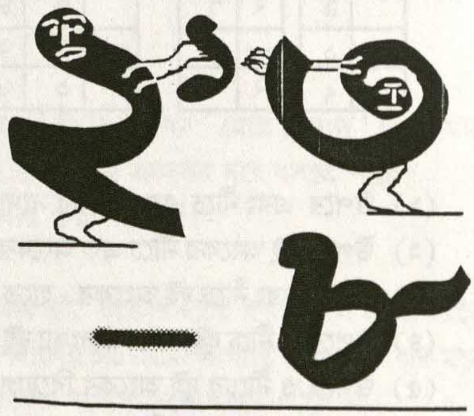
শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন এ ধরণের সমস্যার ক্ষেত্রে শিশুরা কিছুটা সংকোচপূর্ণ ভঙ্গিতে সঠিক উত্তর দেবে। তারা এর আগে স্টার চার্ট বা এ ধরণের পিছন থেকে গণনার চার্ট করেছে। ধারণাটা ভাল কিন্তু তাতে সার্বজনীন ব্যবহার করা যায় না - তা সুবিবেচনার কাজ হবে না। কেউ কেউ আবার + চিহ্ন ও - চিহ্নের মধ্যে গোলমাল করে বসবে। কেউ কেউআবার একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

কেউ কেউ আবার উল্টো বিয়োগ করে বিয়োগফল যথাক্রমে ৪৩ ও ৩৭ করবে।

(৮) প্রথমে শিক্ষিকা বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতি রচনা করবেন। যেমন - তোমরা ৪৫ জন আছো, ৮ জনকে বড়দিদিমণি ডেকে অন্য কাজে নিয়ে গেলেন। এখন তোমরা ক'জনে আমার সঙ্গে পড়াশোনা করবে? ইত্যাদি। <u>সমসময় প্রকৃত পরিবেশ তৈরী করুন।</u>

(৯) এবার যেন আবিষ্কার করলেন যে বোর্ডে যে দেওয়া আছে তার এককের ঘরে বিয়োগ করা যাবে না। এটা বোঝাতে একটু অভিনয় দরকার। একটু মাথা চুলকে এভাবে ওভাবে করতে গিয়ে না হওয়ায় তাই তো কী করি এই ভার নিয়ে শেষে এবার হয়েছে — বলে যেমন করে যোগে দশকের ঘরে হাতে রাখাটা যোগ করা হয়েছিল তেমন ভঙ্গিতে সমাধান করার প্রয়াস নিতে হবে। নাটক করে, এবার একক ভায়া দশকের দরজায় কড়া নাড়বে। মোটা বিড়াল দশক বিরক্তির ভঙ্গিতে গম্ভীর গলায় বলবে কে ? কী চাই? একক ভায়া বলবে, ভালো আছেন তো দশক দাদা? ব্যাপারটা কী - একটু দরকারে এসেছি। আপনার একভাইকে যদি একটু দশকের রাস্তা আর এককের রাস্তার মান পেরিয়ে একটু আমাদের দিকে আসতে বলেন তো খুব উপকার হয়। আসলে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটু সমস্যা বেধেছে জমা খরচের ব্যাপারে। এক দাদা যদি আসেন তবে তাঁর সাহায্য নিলে আমাদের সমস্যাটার সমাধান হয়। এতে ওর কোন অসুবিধা হবে না। এটা নিশ্চয় করে বলতে পারি। দশকের একটি ছোট ভাইকে এককের দিকের কোণায় রেখে দিয়ে একই ঘরে বাদবাকি - দশকের ভাইদের রেখে শিক্ষিকা নীচের মতো করে লিখবেন আর অভিনয় করে বলবেন।

	দ	এ
	৩(৪)১	৫
−		৮



এবার ভাবনা করে ১৫ থেকে ৮ বিয়োগ করে পাবে ৭ আর ৩ দশকে তাই সমাধানটা হবে দশকে ৩ এবং এককে ৭ = ৩৭ (১৫-৮ = ৭)। এটা আঙুলে গুণে তারা করতে পারবে।

এবার শিক্ষক জানতে চাইতে পারেন তোমরা কতজন রইলে? তারা সহজেই বলতে পারবে ৩৭ জন।

যখনই সংখ্যা পড়া হোক না কেন প্রাথমিক স্তরে সংখ্যার সাংখ্যমান সহ পড়া হয়। যেমন, দুই দশ চার চব্বিশ, সাত দশপাঁচ পঁচাত্তর ইত্যাদি।

(১০) পরের অংকটির জন্য ও এমনিভাবে শিক্ষিকা এগুবেন। এরপর একটার পর একটা এই ধরণের ধার করা বা হাতে রাখা বিয়োগের অনুশীলন করাতে হবে।

পরের পাঠ

এরপর নীচের ধরণের সমস্যা সমাধানে উত্তরণ অনেকটা সহজ হবে।

	দ	এ
	৪	৪
-	২	৭

	দ	এ
	২	৩
-	১	৮

১। আগের পাঠের মতই শিশুরা এগিয়ে যাবে। একই পদ্ধতি ব্যবহার করবে। তবে এবার তাদের নীচের দশকগুলিকে উপরের পরিবর্তিত দশকের অংক থেকে বিয়োগ করতে হবে।

২। এরপর শতকের বিয়োগ অনেকটাই সহজ। কারণ নিয়মটা একই। মূলধারণাটি তারা পেয়ে গেছে।

দ্রষ্টব্য ঃ যে সমস্ত শিশুরা এই বিদ্যালয়ে আসার আগে অন্য কোন বিদ্যালয়ে পড়েছে সেখানে পুরাতন ভুল পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। তারা সেইভাবেই করার চেষ্টা করবে।

যেমন

	দ	এ
	২	৩
-	১	৮

এই বিয়োগের ক্ষেত্রে ঐ পদ্ধতিতে যা করা হয়।

তিন থেকে আট বিয়োগ হয় না। তাই ১৩ থেকে ৮ বিয়োগ করে হয় ৫ - ১৩ -এর দশ উপর থেকে নেওয়া হল। নীচের দশকে আছে ১ ধারের ১-এর সঙ্গে যোগ হয়ে গেল ২ (১ ১)

২ থেকে ২ বিয়োগ হল। ফল শূন্য (-২ - ২ ০) উত্তর - ৫

১৩ এল কোথা থেকে? যদি নীচের থেকে নেওয়া হয় তবে ১৮ কে ২৩ থেকে বাদ দিতে হবে।

যদি বলি উপরের ২৩ -এর এক দশ দিলাম কেন? ওর কাছে থেকে তো ধার করিনি? ইত্যাদি, এতে শিশুদের সমস্যা আরো বাড়ে। তারা ধাঁধায় পড়ে যায়।

শূন্য

এই কোর্সে শূন্যের কঠিন ধারণার অবতারণা করা উচিত নয়। শূন্য নিয়ে সমস্যা আছে। তবে অনেক শিশু বয়সে বড় হওয়ায় তাদের চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তিকরাতে হবে। তাই কিছুটা ধারণা দেওয়ার দরকার। এর জন্য কয়েকটি নমুনা-মূলক স্তর দেওয়া হল।

	শ	দ	এ
	৫	০	০
-	৪	০	০

একে এমন করে ব্যাখ্যা করা যায়। ৫০০ কে এমন করে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে শতক ৪০০ পায় দশক ৯০ এবং একক দশ পায়। তখন ব্যাপারটা নীচের মত হবে।

	শ	দ	এ
	৪	৯(১)	০
–	৪	০	১

এভাবে সাজালে আগের নিয়মমত একক দশকের বিয়োগটা হয়ে যাবে।

১০ - ১ = ৯ একক, ৯ দশক = ৯৯।

একক ১০ - ১ = ৯, দশক ৯ শতক ৪ - ৪ = ০ উত্তর ৯৯।

অবশেষে আমাদের উত্তর হল এইরকম।

	শ	দ	এ
	৫	০	০
-	৪	০	১
	(০)	৯	৯

তেমনই — ৩০০৭ - ২১০৯ এর ক্ষেত্রে

অ	হা	শ	দ	এ
	৩	০	০	৭
-	২	১	০	৯

একে আগের মত ছড়িয়ে দিলে দাঁড়ায় —

	হা	শ	দ	এ
	২	৯	৯(১)	০+৭
-	২	১	০	৯

তাহলে দাঁড়ালো

১৭	-	৯		৮
৯	-	০		৯
৯	-	১		৮
২	-	২		০

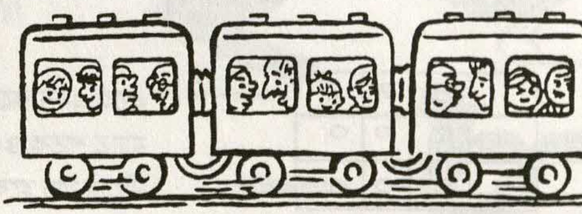
হা	শ	দ	এ
৩(২)	০(৯)	০(৯)	(১)৭
২	১	০	৯
০	৮	৯	৮

উত্তর — ৮৯৮

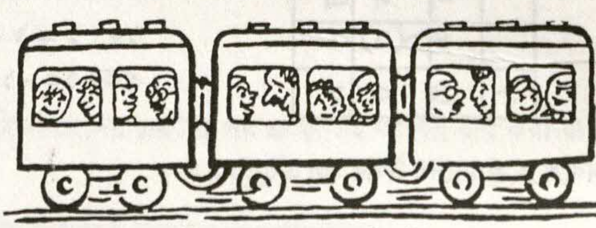
গুণন

এখন শিশুরা সংখ্যায় তত্ত্ব কিছুটা বুঝেছে। যোগ এবং বিয়োগের হিসাব করতে পারে। তিন অংকের সংখ্যা পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে করতে পারে। যোগ এবং বিয়োগ করতে পারে। ইতিমধ্যে তিন চার মাস তারা বিদ্যালয়ে আসছে। তাদের বয়সও সাত আট বছর । তবে যাদের বয়স মাত্র পাঁচ বছর তাদের গুণ ও ভাগ শেখানো যাবে না। ছয় বছরের শিশুদের খুব সাধারন গুন শেখানো যায়।

গুণনের ধারণা



৪ ৩-এ - ১২



৪×৩ = ১২

১। বোর্ডে ট্রেনের তিনটি কামরার একটি স্কেচ আঁকতে হবে। পাশাপাশি - আয়তাকার ঘর কেটে ট্রেনের কামরা করা যায়। মুখ আঁকতে না পারলে এভাবে বা এভাবে মানুষ বোঝানো যায়। বা এভাবেও মুখ বোঝানো যায়। তিনটি কামরার প্রত্যেকটিতে ৪ তিন মিলে কত হল এটা জানতে চাইবেন। ঘুরে ঘুরে দেখবেন তারা বলতে পারছে কিন্তু পদ্ধতিটা অন্যরকম ব্যবহার করছে অর্থাৎ আঙুল গুণে যোগ করছে।

২। এটাকেই কাজে লাগিয়ে শিক্ষক বলবেন — "এবার বুঝলাম তোমরা বলছ ৩টে চার মিলে ১২ হয়।"
এটি বলবেন আর সংকেতটা লিখবেন। ৩ টি ৪ অর্থাৎ ৪ + ৪ + ৪ = ১২ অর্থাৎ তিন চারে ১২ হয়। এবার লিখলেন তাহলে ৪টি দুই বা চার দুই এ ——— কত? ——————— ৮।

৪। এবার ট্রেন ট্রেন খেলা হোক। ওদের দলে ভাগ করে এক কে কামরায় ভরা হল।
যেমন ,

৭ জনের দল ৩টি তবে ৩ ৭ এ ——————— ২১

৫ জনের দল ৫টি তবে ৫ ৫ এ ———————— ২৫

১২ জনের দল ২টি তবে ২ ১২ এ ———————— ২৪

৮ জনের দল ৪টি তবে ৪ ৮ এ ———————— ৩২ ইত্যাদি।

৫। এবার শিক্ষিকা বলবেন, "এটা তো তাড়াতাড়ি হিসাব করার কৌশল আমি জানি।" এই বলে তিনি বোর্ডে লিখবেন।

৩	×		৭	=	২	১
৫	×		৫	=	২	৫
২	×	১	২	=	২	৪

৬। এই সবই খুব ধীরে ধীরে এগোতে হবে - এটা মনে হয় এখন আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

৭। এবার ২ এর নামতা লেখা শুরু হবে বোর্ডে ....

২	×		২	=		৪
২	×		৩	=		৬
২	×		৪	=		৮
২	×		৫	=	১	০
২	×		৬	=	১	২
২	×		৭	=	১	৪
২	×		৮	=	১	৬
২	×		৯	=	১	৮
২	×	১	০	=	২	০

৭। ২ এর নামতা শেখার সময় ২ × ২ = ৪ দিয়ে শুরু হবে। ২ × ১ = ২ এর ধারণা পরে আসবে। এই ধারণা ২ × ১০ = ২০ হবার পর। এটা নজর করে দেখুন যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমান চিহ্নের দুদিকেই দুটি করে ঘর রাখা আছে। এই ঘর দুই অংকের সংখ্যা বসাবার জন্য রাখা আছে। এটা একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক জানে যে শিশুদের একক দশকের ধারণা গড়তে অনেক সময় লাগে। তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

দ্রষ্টব্য ঃ লিখন তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষক / শিক্ষিকাকে যে দুই এর নামতা দিয়ে শুরু করতে হবে তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোন সংখ্যা দিয়ে শুরু করা যায়। তবে তাতে নিয়ন্ত্রণ রাখা চাই। এর পর যা যা বাদ যাচ্ছে তা পূরন করলেই হবে।

৮। এই সময়ে শিক্ষক ২ × ১ এর ব্যাপারটা আনবেন। অনেকটা যান্ত্রিক ভাবে। চার্টের উপরের লাইনে ২ × ১ = ২ লিখে নামতার সুরে পড়বেন। শিশুদের পড়তে দেবেন। পরে শিশুদের নিজেদের পড়তে দেবেন। এভাবে কয়েকবার করাবেন। বাড়ীতেও এইভাবে মুখস্থ করতে বলবেন।

মন্তব্য ঃ সেতু পাঠক্রমের লক্ষ্য ছিল শিশুদের নির্ধারিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো। এই সব বিদ্যালয়ে নানা নিয়ম থাকে। কোন কোন বিদ্যালয়ের চাহিদা শিশু ১৫ বা এমনকি ২০র নামতা মুখস্থ বলতে পারুক এবং জানুক। তবেই তাদের ভর্তি বা উর্দ্ধশ্রেণীতে উত্তীর্ণ করানো হয়। এটা যদিও একটা অবাস্তব এবং উদ্ভট চাহিদা তবুও তাকে উপেক্ষা করা যাবে না। কারণ তাতে শিশুদের ঐ সব বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো বা ভাল ফল করানো যাবেনা। তবে যে সব বিদ্যালয়ে এসব চাহিদা নেই সেইসব বিদ্যালয়ের জন্য ১০ এর নামতা পর্যন্ত শেখানোই লক্ষ্য মাত্রা হওয়া দরকার।

৯। শিশুরা এতক্ষণ তাড়াতাড়ি ছক দেখেছে। তার সঙ্গেই পরিচিত হয়েছে। বোর্ডে বা দেওয়ালে চার্টে তেমনই লেখা

দেখেছে। তেমন করে বলছে — করছে। এবার উপরনীচে গুণের চেহারাটা দিতে হবে। শিশুদের দিয়েই চার্টের যে কোন তিনটি গুণকে বেছে নিতে হবে। যেমন ২ ×৩ = ৬, ২× ৮ = ১৬, ২× ১০ = ২০ ইত্যাদি।

১০। এবার শিক্ষয়িত্রী বোর্ডে সেটা লিখলেন - - ২ × ৩ = ৬

৩
×২
৬

এবার লিখলেন এবার = চিহ্নের পরিবর্তে নীচে গুণফল লেখার বিষয়টার প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। লম্বালম্বি ভাবে লিখলে = দিতে হয়। উপর নীচে লিখলে = চিহ্ন দিতে হয়না। এটাও

বলবেন যে একই সংখ্যার গুণের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি নীচে বসে।

১১। এবার শিশুদের ২×২ ও ২×৪ করতে দিন উপরের নিয়মানুযায়ী। ঘুরে ঘুরে দেখুন।

১২। এবার ২× ৮ = ১৬ বোর্ডে লিখুন এইভাবে।

	দ	এ
		৮
×		২
	১	৬

একক দশকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করান।
এটা খাতায় লিখে নিতে বলুন এবং ২ × ৭, ২ × ৯ করতে দিন।
ঘুরে ঘুরে দেখুন।

১৩। কয়েকবার এভাবে করানোর পর ২ × ১০ = ২০ শেখান।

দ্রষ্টব্য ১ ঃ - এখনও পর্যন্ত শিশুরা বর্গাকার / চৌকো ঘর ব্যবহার করবে এবং এক একটি অংকের জন্য এক একটি চৌকো ঘর ব্যবহার করবে। তাছাড়া পরের বিষয়গুলি (৯ - ১২) কেবলমাত্র ভিত্তি স্থাপনের জ ন্য। পরবর্তী সময়ের জটিলতর হিসাব করার সূত্রপাত হিসাবে কাজে লাগবে। আরো নামতা যা শিখিয়ে এখন চ্যালেঞ্জমূলক কোন প্রশ্ন দেওয়া যাবে না। সাধারণতঃ দিনে একটি নামতা শেখানো দরকার।। এক এক দিন এক একটি নামতা শেখালে সাধারণ পঠনপাঠন সপ্তাহে অনেকগুলিই শেখানো যাবে।

দ্রষ্টব্য ২ ঃ - প্রত্যেকদিন নামতাগুলির চর্চা হওয়া দরকার। (ক) মুখস্ত করানোর কাজ হিসাবে; (খ) একসাথে ২/৩ টি টেবিলের অংক প্রতি শিশুকে দেওয়া যেমন ২ × ৭ ? ২ ×২ ? ২ × ১০ ? ইত্যাদি। মনে মনে হিসাব করে বলতে হবে। (মানসাঙ্ক)। (গ) বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার। যেমন প্রত্যেক শিশুর দুটি করে বই আছে। ছয়জন শিশুর মোট কত বই আছে? চড়ুই পাখি সব সময় জোড়ায় জোড়ায় ফেরে। নয় জোড়ায় কটা চড়ুই পাখি আছে? ইত্যাদি।

১৪। যতই শিশুদের নামতা ও মানসাঙ্কের উপর দক্ষতা বাড়তে থাকবে শিক্ষয়িত্রী ততই তাদের কঠিন থেকে কঠিনতর অংক বই থেকে করতে দেবেন। সবসময় নজর রাখবেন তারা ভুল করবে। সেটা সহজভাবে দেবেন — সংশোধন করার সুযোগ দেবেন। আর তাদের খুব প্রশংসা করবেন।

দেখুন ঃ শিক্ষয়িত্রী এটা সহজে উপলব্ধি করবেন যে এবার শিশুদের হাতে রাখা গুণ শেখানো দরকার। যোগ ও বিয়োগের সময় তারা এই কৌশলটি আয়ত্ব করেছে। এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে এই দক্ষতাটা তারা যেহেতু আগেই রপ্ত করেছে তাই এখন শিখতে তাদের সহজ হবে। এই সময় নজর রাখুন যে যদি কোন শিশু এই সময় হাতে রাখা গুণ করতে সমস্যায় পড়ে তবে তার মধ্যে একটা মানসিক দুর্বলতা দেখা দেয়। সে মনে করে যে হাতে রাখা সম্পর্কে সে যা শিখেছিল তাকে সে যতই নির্ভুল ভাবুক তার মধ্যে গলদ ছিল তাই এখন পারছেনা। এতে তার মানসিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে তাকে দিয়ে বারে বারে চেষ্টা করান সাহায্য করুন। এমন ঘটনা শিক্ষণের ক্ষেত্রে হামেশাই ঘটে। শিক্ষককেও নিরাশ করলে চলবেনা। বারে বারে চেষ্টা করতে হবে। সময় দিতে হবে।

১৫। হাতে রাখা গুণনের ক্ষেত্রে এর বেশি আলোচনার এখন দরকার নেই। তবে একটা বিষয়ে সচেতন হতে হবে। সেটা নীচের উদাহরণ দিয়ে বলা হল —

৭×২৬ (উপর নীচে করতে হবে) ২৬
×৭
———

একক দশকের ছকে গুণটি করাতে হবে। এই ঘরের মধ্যেই সাবধানে অংকগুলি বসাতে হবে। হাতের ৪ কেও ঠিক ঘরে বসাতে হবে। এই ৪ আসলে ৪০। তাই ৪টি দশকের ঘরে বসবে। ছোট করে বসাতে হবে। অনেকে নীচে লেখেন এতে কিছু যায় আসেনা। তবে হাতের সংখ্যাটা দশকের ঘরে লিখতেই হবে। মনে রেখে দিলেই চলবে না। এখন তারা শিখছে। লিখে রাখলে মনে বেশি স্থিতি হয়। সেই সঙ্গে যোগটা গুণফলটা পড়তে হবে। এক আট দুই নয়। পড়তে হবে একশত বিরাশি।

মনে রাখাঃ যেহেতু শতক এসে গেল তাই এই ক্ষেত্রে বর্গঘর শতক পর্যন্ত করতে হবে। শতক দশক একক বা শ দ এ ঘর বানাতে হবে। শতককে শতকের ঘরে বসাতে হবে। অনেকে শতকের অংক দশকের অংকের সঙ্গেই বসাবে (১৮ / ২) এতে তাদের বড় সংখ্যার ধারণা গড়তে বাধা দেবে। সুতরাং শতকের ঘরের অবতারণা ও শতকের ঘরে শতক বসানোর অভ্যাস করাতে হবে।

দুই স্তরের গুণন বা দোতলার গুণন

১। আমাদের পাঠক্রমের কিছু শিশুদের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করতে হবে। এর জন্য দুই অংকের গুণ শেখানো দরকার। এই গুণনের প্রক্রিয়া সহজেই বোঝা যায়। তবে যে সাধারণ ভুল হয় তা দেখানো হল। একটা সাধারণ গুণ নেওয়া হল ঃ

২৪৬ × ১৩

যেমন করে বই-এ বা শিক্ষয়িত্রী সমাধান করেন তা নিম্নরূপ

	হা	শ	দ	এ
		২	৪	৬
×			১	৩
		৭	৩	৮
	২	৪	৬	
	৩	১	৯	৮

২। অতি যত্ন সহকারে এবং ধীরে ধীরে বোঝাতে হবে যে × চিহ্নটি আসলে ০ শূন্য -এর পরিবর্তে বসেছে। কারণ গুণক ১০ (১০ + ৩ = ১৩) ১ নয়। এই সঙ্গে হা শ দ এ ঘর কাটাও অত্যন্ত জরুরী।

৩। তেমন ভাবেই - তিন অংকের গুণনেও দুটি × (× ×) কেও ব্যাখ্যা করতে হবে। কেবল জোর করে চাপিয়ে দিলেই হবে না। উদাহরণ —

২৪৬ × ১২৩

ল	অ	হা	শ	দ	এ
			২	৪	৬
×			১	২	৩
			৭	৩	৮
		৪	৯	২	×
	২	৪	৬	×	×
	৩	০	২	৫	৮

এখানে × - ০ এর প্রতীক ; ×× - ০০ এর প্রতীক।

ভাগ

ধারণা

১। ধরা যাক শ্রেণীতে ১০ জন শিশু আছে। বয়স সাত আট। ফাঁকা মাঠে শিক্ষক তাদের গোল করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। কাছে বোর্ড চক রাখলেন। শ্রেণীর মধ্যে জায়গা থাকলে সেখানেই করানো যায়। খেলার নিয়ম বলে শিক্ষক / শিক্ষয়িত্রী খেলাকে শুরু করবেন — "বল ভাই কত?" "আপনি চান যত"। শিক্ষক / শিক্ষয়িত্রী বলতে থাকবেন — "বল ভাই কত?" শিশুরা গোলকরে দৌড়তে দৌড়তে বলতে থাকবে — "আপনি চান যত"। শিশুদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, যে মুহূর্তে শিক্ষক / শিক্ষয়িত্রী একটা সংখ্যা বলবেন সেই মুহূর্তে তাদের সেই সংখ্যায় দল বাঁধতে হবে। যারা সেই সংখ্যায় দল বাঁধতে পারবেনা তারা আউট হয়ে যাবে।



খেলা শুরু।

শি ঃ - বল ভাই কত? শিশু - "আপনি চান যত"

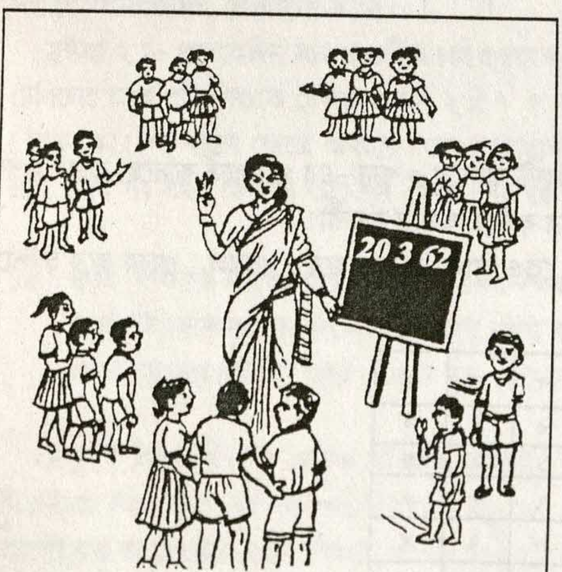
শি ঃ - বল ভাই কত ? শিশু - আপনি চান যত

কয়েকবার বলবেন। শিশুরা গোল করে দৌড়তে দৌড়তে বলবে। হঠাৎই তিনি বললেন ৩ (তিন)। অমনি শিশুরা তিন তিন করে দল বাঁধতে শুরু করবে। দেখা গেল ২ জন দল বাঁধতে পারল না। ২জন কে বসিয়ে ১৮জনকে নিয়ে আবার খেলা হবে। এবার হয়ত বললেন দুই। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন দু'জন করে দল হল। একজনও বাদ গেল না।

এবারও ১৮ জনকে নিয়ে খেলা। বললেন চার(৪)। চার চার দল বেঁধে গেল। বাকি রইল দুই। ১৬ জন নিয়ে গেল। দল হল। দল হল ৫ জনের। বাকি রইল একজন। এভাবে খেলা চলবে।

২। এবার শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী বোর্ডে খেলা লিখলেন এভাবে —

২০	৩	৬	২
১৮	২	৯	০
১৮	৪	৪	২
১৬	৫	৩	১



এটা অলোচনা করতে করতে লিখলেন। শিশুরাও বুঝল

২০ ৩ ৬ ২ এর অর্থ। ২০ জনের খেলা ৩ জন করে দল বাঁধার হল। ৬ টা দল হল। ২ জন বেশি হল।

৩। এবার প্রতি লাইনে শিক্ষক / শিক্ষয়িত্রী চিহ্নগুলি বসালেন

২০ ÷ ৩ = ৬	বেশী	২
১৮ ÷ ২ = ৯	বেশী	০/নেই
১৮ ÷ ৪ = ৪	বেশী	২
১৬ ÷ ৫ = ৩	বেশী	১

৪। ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারবে যে ÷ চিহ্নটি বড় সংখ্যাটির মধ্যে ছোট দলে ভাগ হওয়ার সংখ্যাটি কত বার আছে তা বোঝায়। অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যায় দল গড়তে হলে কটা দল করা যায়। তাই শিক্ষয়িত্রী বা শিক্ষক এবার প্রশ্ন করতে পারেন ৭০০ ÷ ১১ বলতে কী বোঝায় বা ২৯৫ ÷ ৩২ বলতে কী বোঝায়। এখানে ভাগফল বা সঠিক সাংখ্যমানের উত্তর দরকার নেই। তারা কেবল ÷ এই ভাগ চিহ্নের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে কিনা সেটাই জানার দরকার এবং সেই জানাটা দৃঢ়বদ্ধ করা দরকার।

৫। শিশুরা খাতায় এগুলি লিখবে এই জন্য যে এই বিশেষ গঠনের সঙ্গে তারা নিবিড়ভাবে পরিচিত হবে।

মনে রাখবেন ঃ - এই পুস্তিকার সমগ্র অংশে এটা পরিস্কার করার চেষ্টা হয়েছে যে প্রতিটি অংকই জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত থাকবে অর্থাৎ জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুষ্ঠ করে সমস্যাগুলি তৈরি করতে হবে। এটা যতটা পারা যায় ততটাই কার্যকরী হবে। এই ব্যাপারটা এখানেও সমান কার্যকরী। এখানে প্রকৃত উত্তর টির আশা করা হচ্ছেনা। তবুও সমস্যা যেন জীবন থেকে নেওয়া হয়। যেমন "তুমি বাড়ী যাবার সময় তোমার বোন আর তোমার ভাই য়ের জন্য সিঙ্গাড়া কিনে নিয়ে গেলে। তোমরা প্রত্যেকে কটা করে পাবে?" অথবা " আমাদের বিদ্যালয়ে ১২৯টা বই আছে। আমাদের বিদ্যালয়ে ২২ জন পড়ুয়া আছে। তা হলে এক এক জন পড়ুয়া কটা করে বই পাবে?" ইত্যাদি।

৬। এই সময় শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুণের নামতা টাঙানো হয়ে গেছে। পড়ুয়ারাও তা মুখস্ত করে ফেলেছে। তাই সেগুলি ব্যবহার করে কী ভাবে বড় সংখ্যাকে ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তা শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শেখাবেন। দেখাবেন কেমন করে নামতা ব্যবহার করা যায়।

উদাহরণ ঃ - ৭২ টি রসগোল্লা ৯ জন পড়ুয়ার মধ্যে ভাগ করে দিলে এক এক জন কটা করে পাবে এর সমাধানে বোর্ডে লেখা হল ঃ ৭২ ÷ ৯। এবার ৯ -এর নামতা থেকে শিক্ষক শিশুদের সাহায্যে খুঁজে বের করবেন ৯ -এর নামতায় ৭২ কোথায় আছে। সুতরাং প্রত্যেকে ৮ করে পাবে। অর্থাৎ ৭২ ÷ ৯ = ৮। এবার তারা এটাও আবিষ্কার করল যে যদি রসগোল্লা ৭৪ বা ৭৫ টা হয় তবে তখনও ৮ টা করেই ভাগ হবে দুটি বা তিনটি বেশি থাকবে।

৭। সুতরাং পড়ুয়ারা সহজেই খাতায় লিখতে পারবে —

৭২ ÷ ৯ = ৮ বেশি ০ নেই
৭৪ ÷ ৯ = ৮ বেশি ২
৭৫ ÷ ৯ = ৮ বেশি ৩

৮। এবার শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী তাদের অনেক অংক করতে দেবেন। সব রকম নামতা ব্যবহার করার জন্য এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেবেন —

৫৯ ÷ ৬ = ৯ বেশি ৫
৬৬ ÷ ৮ = ৮ বেশি ২
৭০ ÷ ৭ = ১০ বেশি ০ নেই ... ইত্যাদি

ভাগ প্রক্রিয়ার পূর্ণ বিন্যাস (সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে)

১। উপরের দৃষ্টান্তগুলিকে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী গণিতে ছকে বসাবেন। যেমন ঃ

৬	৫	৯
		৯

বেশি / বাড়তি - ৫

৭	৭	০
	১	০

বেশি / বাড়তি - ০

দ্রষ্টব্য ঃ - আমাদের বিদ্যালয়ে ভাগের এই সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া কেবলমাত্র গ.সা.গু ও ল.সা.গু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ভগ্নাংশ করার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে ভগ্নাংশ আমাদের এ ই পাঠক্রমের বিষয় নয়। ছককাটা খাতা এখনও ব্যবহার করতে হবে। এবং প্রতিক্ষেত্রে সংখ্যাগুলি যে ঠিক মত অংকমানের ঘরে বসে তা দেখতে হবে হা - শ - দ - এ ঘরের ছকে অংকগুলি ঠিক মত ঘরে বসাতে হবে। এবিষয়ে শিক্ষক / শিক্ষিকাকে যথেষ্ট যত্ন নিতে হবে।

২। এই পদ্ধতিতে ভাগ করা শিশুরা ভালমতো শিখে গেলে তাদের দীর্ঘভাগ প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে। এক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে একটা পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে একটু বিশদভাবে। যেমন — তারা আগে করেছে। সেটাই এখন করছে —

তারা আগে করেছে -

৬	৫	৯
		৯

বেশি / বাড়তি - ৫

সেটাই এখন করছে -

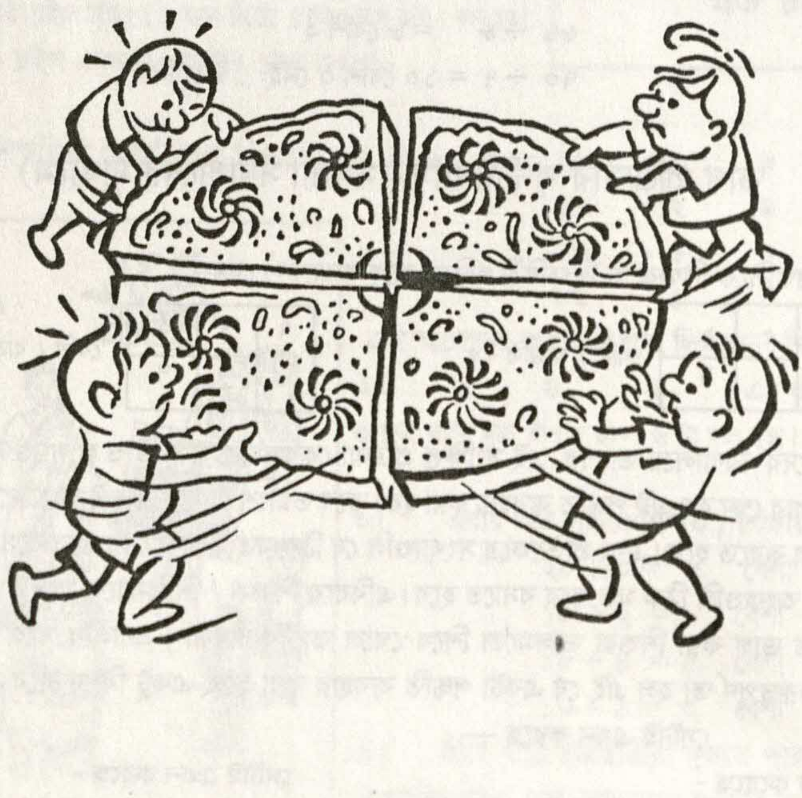
		৯
৬	৫	৯
	৫	৪
		৫

৩। এ ধরণের কিছু সমস্যার সমাধান করতে করতে শিশুরা এই পদ্ধতির ভাগকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করে ঝালিয়ে দিতে পারে - মিলিয়ে দিতে পারে। এভাবে দক্ষতা আসার পর শিশু কঠিনতর সমস্যা সমাধানে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে পড়ে। তখন তাকে ৫৯৪ ÷ ১২ এধরণের সমস্যা দিলে তা সমাধান করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে তার কাছে আর একটা চ্যালেঞ্জ হল ১২-র নামতা সে জানে না। তাকে অবিস্কার করতে হবে। তখন তাকে ৫৯ এর মধ্যে ১২ জনের কটা দল করা যায় তার হিসাবে করতে সংকেত দিতে হবে। তখন সে খাতার মার্জিনে তা করার চেষ্টা করবে। এটা অবশ্যই চেষ্টা ভুল অর্থাৎ "ট্রায়াল - এরর" পদ্ধতিতে করবে। এর কোন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি নেই এটা করতে দিতে হবে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বিষয়টা বেশ কঠিন। শিশুরা যখন শিখতে থাকে তখন প্রায়শই তারা বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে কখন ভাগ করবে। কখন বিয়োগ করবে কখনই বা গুণ করবে তা গুলিয়ে ফেলে। কারণ ভাগের ক্ষেত্রে এই তিনটি পদ্ধতি একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। তাই ধৈর্য এবং পুনরানুশীলনই এখানে শ্রেষ্ঠ পন্থা। মাঝে মাঝে সহজতর উদাহরণ দিতে হবে।

৪। সব সময়ই বড় বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে জীবনমুখী উদাহরণ দিতে হবে। অন্যথায় কাজগুলি কেবলই সংখ্যার খেলা হয়ে দাঁড়াবে — গণিত শিক্ষা হবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ শিক্ষক/ শিক্ষিকাকে নিয়তই শিশুদের হতবুদ্ধি হবার মতো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। প্রায়ই তারা জানতে চাইবে যে অংকটা কীভাবে করবে ভাগ করতে হবে না গুণ করতে হবে। এ ধরণের প্রশ্নের অর্থই হল তারা পদ্ধতিগুলিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা কম জ্ঞানার্জন করেছে অর্থাৎ ভাগ ও গুণের ধারণার অনেকটা ঘাটতি রয়েছে। সেতুপাঠক্রমের সময়ের অভাবে এটা ঘটতেই পারে। তাই এই দুর্বলতা রয়ে যেতে পারে।

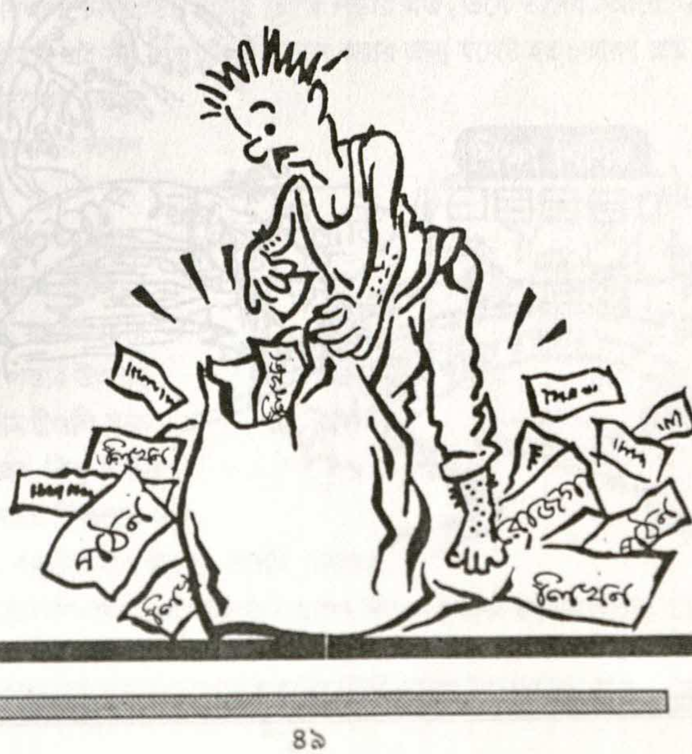


দিনের ছুটি

দিনের শেষে বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ করার মধ্যে কোন আনুষ্ঠানিকতা থাকে না। আজকের মতো বিদ্যালয়ের ছুটি এটা স্বাভাবিক ভাবেই হবে। তাবে কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে ঃ -

- ছুটি হবার পর শিশুদের একমুহূর্তও ধরে রাখবেন না।
- গাড়ী রাস্তা ইত্যাদি সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনে পূর্ব থেকে পরিকল্পনা করে রাখুন।
- নিশ্চিত হল যে সংগ্রহ (পাঠ্যসামগ্রী) বা বিতরণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ আগে সারা হয়ে গেছে। অর্থাৎ ছুটি দেবার আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।
- ছুটির সময় শিশুরা চীৎকার, হৈ হৈ করবে। এটা করতে দিন ধমকাবেন না তাদের স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটতেদিন।
- এই সময় বিশেষ করে কোন শিশুর সঙ্গে একাকী ঘরের মধ্যে থাকবেন না। তবে বাইরে সকলের সামনে থাকবেন। এতে শিশু পরামর্শ বেশি কার্যকরী হয়।

সিনি-আশার সেতু পাঠক্রমের
শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের
যা যা করণীয়
তার এখানেই
সমাপ্তি।



সেতু অতিক্রম করুন

সেতুপাঠক্রমের সংযোজনী



সংযোজন এক

আবাসিক শিক্ষা শিবির

(Residential camp)

অভিজ্ঞতায় বলে যে প্রচুর সংখ্যক বড় শিশুরা তাদের বাড়ীর কাছে সিনি- আশার সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে দ্বিধা বোধ করে। তবে তারা শিক্ষার জন্য কিছু দিনের জন্য কোন ব্যবস্থার মধ্যে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এদের মধ্যে যেমন কোনদিন বিদ্যালয়ে যায়নি এমন শিশু আছে আবার অনেকদিন আগে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ত বিদ্যালয়ছুট এমন শিশুও আছে। যারা বিদ্যালয়ছুট তারা এত দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে প্রায় সবই ভুলে গেছে। এদের জন্যই ক্যাম্প প্রথার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই ধরনের শিশুদের নিয়ে সিনি-আশা'র ক্যাম্পগুলি সাত, আট বা নয় মাসের জন্য সিনি-আশা'র নিজস্ব তত্বাবধানে দিবারাত্র পরিচালিত হয়। এই ক্যাম্পের সময়কাল আরও বাড়ানোর ইচ্ছা সিনি-আশা'র আছে। সর্বপ্রথম ক্যাম্প শুরু হয় ১৯৯৫ সালে সিনিতে। প্রথমে ছেলেদের ও পরে মেয়েদের ক্যাম্প হয় তারপর থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শুধু মাত্র মেয়েদের নিয়েই ক্যাম্প করা হত সিনি-আশার 'আমাদের বাড়ীতে'। ২০০১ সাল থেকে আবার নতুন ভাবে ছেলেদের ক্যাম্প শুরু হয় সামালির নিকটবর্তী মনোবিতান নামক প্রমোদ কেন্দ্রে। যেখানে খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থেকে এই সমস্ত শিশুরা পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে শরীর চর্চা ও খেলাধূলা করতে পারে।

ক্যাম্প শিশুদের বড়করার পক্ষে অদ্ভুত রকমের কাজ করে বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। শুরুর প্রথম দু'এক সপ্তাহ তাদের ভীষণভাবে বাড়ীর জন্য পীড়িত করে। (ঠিক তেমনই ক্যাম্প-এর শেষ দু এক সপ্তাহ তাদের ক্যাম্পজীবন ছাড়ার জন্য পীড়া দেয়)। ক্যাম্পে তাদের শিক্ষার বিষয়ে যেমন অস্বাভাবিক সাফল্যের গতি আনে তেমনই অন্যান্য দিকেরও তেমন বিশাল বিকাশ ও প্রগতি ঘটে। আমাদের সিনি পরিচালিত শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের তুলনায় ক্যাম্পের শিশুদের এই বিকাশ অনেক অনেক বেশি। তাদের আত্মবিশ্বাস, নিশ্চয়তা, সংযম চোখে পড়ার মত। তবে তাদের আরো উন্নতি ঘটতে পারত যদি আমাদের আর্থিক অবস্থা কেবলমাত্র এই সব শিশুদের দেখভাল করার জন্য যথেষ্ট হত। কারণ প্রায় সব ক্যাম্পেই বেশ কিছু কমবয়সী শিশুদের ভর্তি করতেই হয়। তবে এই সব কমবয়সী শিশুরাও বেশ অগ্রগতির লক্ষণ দেখায়।



ক্যাম্পের সেতুপাঠক্রম ও সাধারণ দিনে পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রে সেতুপাঠক্রম একই । ক্যাম্পের শিশুদের কিছু সাম্মানিক থাকে। তার জন্য তারা নিয়মিত এবং বেশি বেশি পড়ার উৎসাহ পায়। তাই তারা কাজ ও কাজের সামগ্রীগুলি দ্রুত পেতে থাকে। ক্যাম্প-জীবনের নিজস্ব কিছু বিচিত্র প্রতিবন্ধকতা আছে। তার ফল হিসাবে শিশুদের মনে তিন চার বছরের পাঠ্য বিষয় এক বছরেই সার্থকভাবে আয়ত্ব করার যে নির্মল আনন্দ উৎসারিত হয় সেটাই অসাধারণ এবং অনবদ্য। ক্যাম্প-জীবনের এবং ক্যাম্প অভিজ্ঞতার

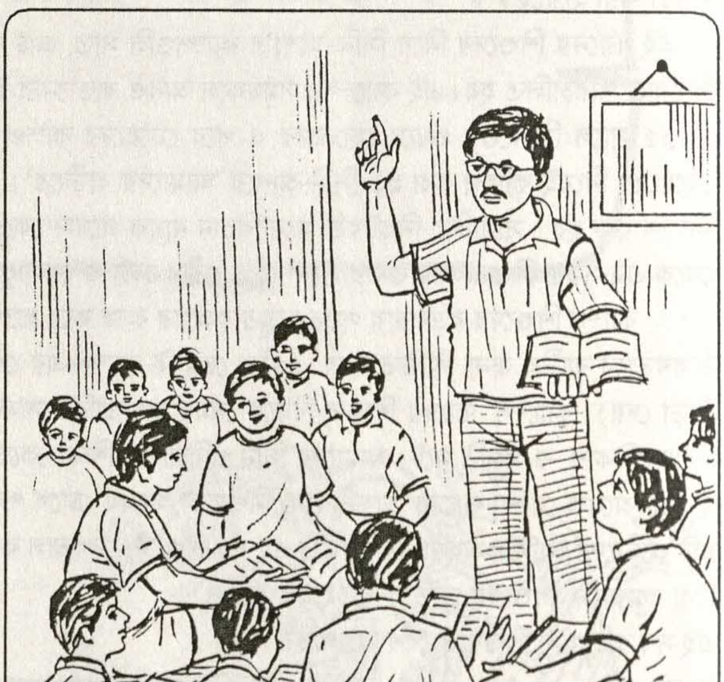
অনাবিল পাওনা। আর পিতামাতারা তাদের শিশুদের এই বিশাল পরিবর্তনে অভিভূত। তাঁরা বুঝতে পারেন না এই সব উজ্জ্বল শিশুদের সঙ্গে এবার কীভাবে ব্যবহার করবেন। তাই তাঁরা বারে বারে আমাদের এই প্রচেষ্টাকে দীর্ঘায়িত করতে অনুরোধ করেন।

তাঁদের শিশু যে তাঁরা ছেড়ে দিয়েছিলেন তার মূল্য হিসাবে তাঁরা যা পেলেন তা তাঁদের সর্বোচ্চ প্রত্যাশারও বেশি। এভাবে যদি তাঁরা তাঁদের শিশুদের শিক্ষা চালিয়ে যান এমনকি এর পর সাধারণ বিদ্যালয়েও তবে তাঁরা দেখতে পাবেন তাদের শিশুরা সহপাঠিদের সঙ্গে সমান জায়গা করে নিয়েছে। এভাবে তারা তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করবে এবং দেশের তথা পৃথিবীর নাগরিক হিসাবে স্বাধীনতা ভোগ করবে।

অনাবাসিক শিক্ষা শিবির

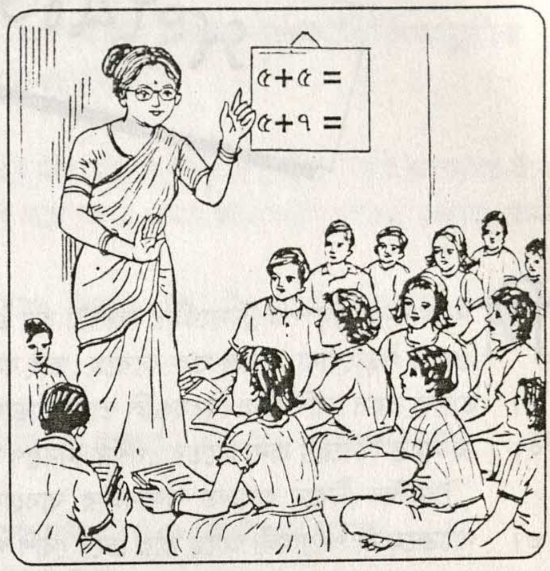
(Non-Residential camp)

সিনি আশা যে সমস্ত বস্তি এলাকায় কাজ করে তার মধ্যে একটি এলাকায় কমিউনিটির মানুষদের সহায়তায় ছেলেদের জন্য একটি অনাবাসিক শিক্ষা শিবির শুরু করেছে। সপ্তাহে ৫ দিন (সোমবার থেকে শুক্রবার) ৮ থেকে ১০ ঘন্টা ধরে পড়াশুনা ছাড়াও অন্যান্য সহযোগী ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা শিবিরের কাজকর্ম নির্বাহিত হয়।



এই শিক্ষা শিবিরের উদ্দেশ্য হলো, এলাকার ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে যে সমস্ত শিশু আছে যারা শৈশবকাল থেকেই কোন কারখানা, হোটেল বা গ্যারেজ ইত্যদিতে কঠোর শ্রমদানের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করে তাদের এক বছরের মধ্যে বিশেষভাবে শিক্ষাদানের মাধ্যমে এলাকার প্রথাগত বিদ্যালয়ে বয়সপোযোগী উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা ও এলাকার মানুষদের সামনে এই সমস্ত শিশুদের ব্যক্তিত্বের যে পরিস্ফুটন (শিশু শ্রমিক থেকে স্কুলে যাওয়া শিশু) হচ্ছে তা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যাতে তারা এই কার্যক্রম টির সাথে একাত্বতা বোধ করে। এই উদ্দেশ্যকে সাধিত করার জন্য ২০০২ সালে তিলজলায় প্রথম ছেলেদের **অনাবাসিক শিক্ষা শিবির** শুরু হয়। লিঙ্গ বৈষম্যতা দূরীকরনের জন্য ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের মেয়েদের নিয়েও এই ধরনের এলাকাভিত্তিক অনাবাসিক শিক্ষা শিবির শুরু করার কথা চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।

কোচিং সেন্টার :



সিনি আসা - র বিভিন্ন প্রেপ সেন্টার ও আবাসিক এবং অনাবাসিক শিক্ষা শিবির থেকে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার কিছুদিনের মধ্যেই একটা ব্যাপার বোঝা গেল যে যেহেতু এই সমস্ত শিশুরা প্রত্যেকেই প্রথম প্রজন্মের বিদ্যালয়গামী শিশু সেহেতু বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেখার ক্ষেত্রে কোনরকম সাহায্য না পেলে এদের বিদ্যলয়ে ধরে রাখা মুশকিল হয়ে যাবে। কারন এই সমস্ত শিশুদের বাবা মায়েরা নিরক্ষর হওয়ার দরুন এদের বাড়ির পরিবেশও বিদ্যালয়মুখী হওয়ার ও পড়াশুনা করার ক্ষেত্রে অনুকূল হয়না। প্রতিটি শিশু যাতে বিদ্যালয়ে যায়, এবং কোন শিশুই যাতে বিদ্যালয়ছুট না হয় এই আশা নিয়েই সিনি আশা ১৯৯৫ সালে এলাকাভিত্তিক কোচিং সেন্টার শুরু করে। এই সেন্টারগুলিতে যে সমস্ত শিশুমিতা আছেন তারা শুধুমাত্র শিশুদের পড়াশুনাতেই সাহায্য করেননা, তার সাথে সাথে এলাকার বিদ্যালয়গুলি, মা-বাবা, এবং কমিউনিটির মানুষজনের সাথেও সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার কাজকে সুনিশ্চিত করেন। শিশুরা যাতে পারিবারিক চাপে বা বাবা মায়ের অজ্ঞানতার জন্য কাজে লিপ্ত না হয় সেই কারনে এই সেন্টারগুলি বিদ্যালয় শুরুর আগে বা বিদ্যালয় ছুটির পর দিনে দুই থেকে তিন ঘন্টা চলে। এলাকার মানুষজনের সহায়তায় কোন ইয়ুথ ক্লাবে, কোন স্কুল বাড়িতে অথবা ঐ এলাকার কোন শিশুমিতার বাড়িতে কোচিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সংযোজন দুই

সিনি-আশার ক্যাম্পের ক্লাসগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে কিছু ছেলেমেয়ে কিছু লেখাপড়া শিখে আসে। তারা অনেক ক্ষেত্রে পড়াশোনা আবার শুরু করেছে। তাই কতকগুলি পর্যবেক্ষণ করা দরকার ঃ -

১। তাদের বয়স বেশি বলে বিষয়গুলি তারা তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারে।

২। যে সমস্ত বিষয়ের জন্য হাতের পেশীর নিয়ন্ত্রণ দরকার গণিতের মৌলিক নীতি জানার দরকার এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দাবলীর ব্যবহার — এসব বিষয়ে তাদের শেখানোর দরকার হয় না।

৩। পাঠক্রমে যা পাঠ্যাবলী আছে তার চেয়ে বেশি পাঠ্যবস্তু তাদের দরকার।

৪। তাদের জন্য অন্যরকমের ব্যক্তিগত যত্ন এবং পরামর্শ দরকার। কিন্তু এই পরিকল্পনায় তার সুযোগ নেই।

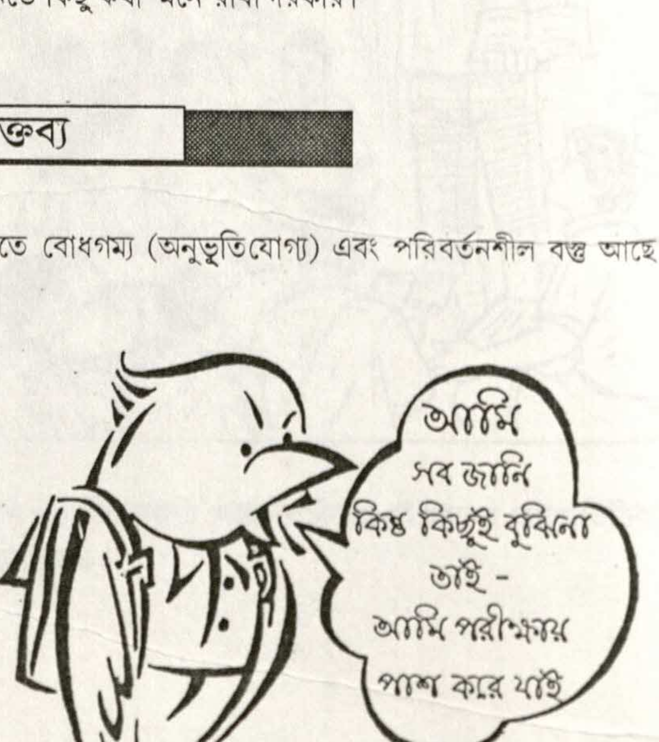
৫। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে তাদের ভর্তি করানো হবে সেই সব বিদ্যালয় ক্যাম্পের শিশুদের কাছ থেকে আরো বেশি করে ইতিহাস, ভুগোল, বিজ্ঞান ইংরাজী এবং সাধারণ জ্ঞানের আশা করে।

৬। কিছু সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর দরকার আছে। তবে এ সব ঐ বিদ্যালয় নাও চাইতে পারে।

তবে কঠিন বাস্তব হল কিছু বিদ্যালয়ের ভর্তি করা নির্ভর করে পরীক্ষার কৃতকার্য হওয়ার উপর। এই ভর্তি পরীক্ষার একমাত্র বিষয় হল পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলির উদ্‌গীরন বা তোতার মতো বলে যাওয়া বা লিখে নেওয়া। তাই বাস্তব ঘটনা হল বাচ্চাদের পঠিতব্য বিষয়গুলি মুখস্ত করানোর। আর সেই মতো লেখার সামর্থ তৈরী করে দেওয়া। এসব বিষয় ভালকরে বুঝতেএবং তথ্যগুলি উপলব্ধি করতে আর শ্রেণীকে বুঝতে কিছু কথা মনে রাখা দরকার।

সাধারণ বক্তব্য

এই সমস্ত বিষয়গুলিতে প্রত্যক্ষযোগ্য, অনুভূতিতে বোধগম্য (অনুভূতিযোগ্য) এবং পরিবর্তনশীল বস্তু আছে। বিষয়গুলি ধরাবাঁধা ছকে গড়া গণিত আর ভাষার মত নয়। তাই এই সব বিষয় শেখানোর প্রধান গতি হল বিষয়গুলি যথাসাধ্য প্রত্যক্ষযোগ, অনুভবযোগ্য ও পরিবর্তনশীল করে উপস্থাপন করা। অর্থাৎ যা অবলম্বন পাওয়া যায় তা দিয়ে বক্তব্য বা ঘটনাকে তুলে ধরতে হবে। অনেক ব্যায়সাপেক্ষ মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায় কিন্তু সিনি-আশার নীতি হল কম দাম বা কোন দাম নেই এমন জিনিষ দিয়ে উপকরণ তৈরী করতে হবে। শিক্ষক / শিক্ষিকা নিজে নিজে উদ্ভাবন করবেন এবং দেখবেন একঘেয়ে "বই পড়" পদ্ধতির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে কেমন যৌথ অভিজ্ঞতায় আপ্লুত হন।



ইতিহাস ও ভূগোল

প্রথমাংশ

"ইতিহাস আর ভূগোল — প্রথম ভাগ" বইটির ধারাবাহিক বিন্যাস অনুযায়ী বিষয় দুটিকে নিম্নোক্তমতো উপস্থাপন করা যায়।

১। তিন চারজন শিশুকে শ্রেণীকক্ষের মাঝে এনে তাদের বানরের মতো হাঁটতে বলুন। (শ্রেণীকক্ষের মাঝখানটায় ফাঁকা রাখুন এবং শিশুদের গোল করে চারদিকে বসতে বলুন) এই সঙ্গে বই-এ যেমন ছবি দেওয়া আছে (মলাটে) তেমন বড় বড় ছবির কাট আউট দেখান।

২। অপর তিন চারজনকে দ্বিতীয় ছবির মতো করে হাঁটতে বলুন। কিছুটা সোজা কিন্তু হাত ঝুলবে, মাথা নীচু হয়ে থাকবে

(ছবির মতো)

৩। অপর তিন চারজন সোজা হয়ে হাঁটবে। হাতে পাথরের মতো কিছু থাকবে (কাগজের কুণ্ডলী করা যায়) — যেন ছুড়ে মারার ভয় দেখাচ্ছে।

৪। অপর তিন চার জন সোজা হয়ে হাঁটবে। হাতে আধুনিক অস্ত্র থাকবে। (রুলারকেই অস্ত্র করবে)

৫। এভাবে নতুন নতুন দল করে খেলাবেন। এতে সব শিশুরাই অংশ নেবে।

৬। এবার শিক্ষক / শিক্ষিকা প্রথম দলগুলির কাছে যাবেন (৫ নং হিসাবে কয়েকটি প্রথম দল হতে পারে)। তখন এমনই ভঙ্গিমায় হাঁটছে বা থাকছে। তখন তিনি বলবেন একসময় যখন আমাদের ঘর বাড়ী ছিলনা, রাস্তাঘাট ছিল না তখন আমাদের পূর্বপুরুষরা এমনি ভাবে থাকত। তবে তখন মানুষের মুখ ছিল লম্বাটে কপাল চাপা। পোষাক ছিলনা।

৭। তারপর দ্বিতীয় দলের কাছে গিয়ে পরবর্তী সময়ের মানুষের চলা বাঁচার কথা বলবেন। কী কী শারীরিক পরিবর্তন আসছে তাও বলবেন। তখনও লম্বা হাত মাথা ভারী — সামনে ঝোঁকা। পোষাক ছিলনা।

৮। এভাবে তৃতীয় দলের কাছে গিয়ে মানুষের নতুন শিক্ষা হাতিয়ার ব্যবহার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ — এই বিবর্তন বোঝাবেন।

৯। অনুরূপভাবে চতুর্থ দলের কাজের পরিচয় আধুনিক মানুষ হতে মারণাস্ত্র সঙ্গে শান্তির প্রয়াস। সভ্যতার ছাপ — পোষাক। এরপর চতুর্থদলের সভ্যতার অগ্রগতির যে সূচনা করল তার পরবর্তী কাজ হিসাবে চার জনের দল করে প্রথম দলকে আগুন আবিষ্কারের কাজ, দ্বিতীয় দলকে কলাবিদ্যার কাজ, তৃতীয় দলকে পশুপালন চাষবাস, চতুর্থদলকে লেখাপড়া ও ধর্মবিষয়ক কাজ করতে দেবেন।

দুটি ক্লাসে (দুটি পাঠে) কাজটা করানো যায়। এখনও তারা বইটি দেখেনি। কেবল শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দেশনায় তারা নাটক করেছে। যতটা করা হল তাতে বইটির প্রায় অর্দ্ধেক পড়ানো হয়ে গেল।

বইটা তাদের পড়া হয়ে গেলে আবার চারটি দলে ভাগ হয়ে আগের মতো আর একবার খেললে বিষয়টা আরো গভীরে ঢুকবে। এবার দলের কাজ ঘুরিয়ে দেওয়া উচিত। তাতে মনে গোটা মানব সভ্যতার কাহিনীটি গ্রথিত হবে। কখনও কখনও তাদের ভাষ্যকারের ভূমিকা দেওয়া যায়। এতে না বুঝে মুখস্ত করার মতো ভয়ঙ্কর নিয়ম পঠন থেকে তারা মুক্তি পাবে।

শ্রেণী শিখনের সময় কিছুটা সময় নিশ্চয়ই হাতে কাজ করার পিরিয়ড থাকে। এই সময় তাদের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির মডেল তৈরীর কাজ করানো যায়। এগুলি নিয়ে প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা যায়। যদি সম্ভব হয় তবে সিনি-আশার প্রধান কার্যালয়ে প্রাচীন সভ্যতার উপর একটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

তাদের বই-এর শেষাংশে প্রথমভাগে হিসেবে ভূগোল উপস্থাপিত করা হয়েছে। কীভাবে বিষয়গুলি তাদের সামনে তুলে ধরা হবে (অর্থাৎ ধারণাগুলি কীভাবে সহজে দেওয়া যায়) তার বেশ ভাল ধারণা দেওয়া আছে — এই পাঠ্যপুস্তকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় খুব কম শিক্ষকই এগুলি ব্যবহার করেন আমাদের দেশে সূর্যকে সবসময়ই দেখা যায় প্রকৃত সূর্য হিসাবেই। তাই যে কোন একটি গোলাকার (বই-এ কমলা লেবুর কথা বলা আছে।) বস্তুকে উলসেলাইএর কাঠিতে একটু খাত করে গেঁথে সহজেই বোঝানো যায় কেমন করে দিন রাত্রি হচ্ছে। আবার একজন বাচ্চাকে মাঝখানে সূর্য হিসেবে স্থির করে দাঁড় করিয়ে আর একজনের হাতে কমললেবু বা গোলাকার বস্তুটি দিয়ে পৃথিবী করা যায়। মেঝেতে চক দিয়ে ডিম্বাকৃতি দাগ দিয়ে সেই পথে পৃথিবীকে ঘুরিয়ে আনতে আনতে শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতু বোঝানো যায়। আরো ভাল হয়

ওই গোলাকার বস্তুর একটা জায়গায় কালি দিয়ে ভারতের অবস্থান নির্দেশ করলে। এতে সহজেই শিশুরা আবহাওয়া — শীত - গ্রীষ্ম ইত্যাদি বুঝতে পারবে।

যখন দুজন শিশু এই খেলাটা খেলবে অর্থাৎ সূর্যের চারপাশে পৃথিবী ঘুরবে তখন অন্য শিশুরা বলতে থাকবে কখন শীতকাল হচ্ছে , কখন গ্রীষ্মকাল হচ্ছে। তারা বাংলাতেই বলবে এই গ্রীষ্মকাল চলছে, এবার বর্ষা এল। শরৎ আসছে। শীত আসছে ইত্যাদি। এর মধ্যেই শিক্ষক শিক্ষিকা প্রশ্ন করবেন (জানতে চাইবেন) এই অবস্থায় (সূর্য ও পৃথিবীর এক একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থানে যে এই অবস্থায় এমন আবহাওয়া কেন হয়। তখন তাদের মধ্যে একটা বিষয় দেখা দেবে । কেন বলতে পারবে না হয়ত। তখন পাঠ্যপুস্তক পড়তে দেওয়া হবে। ঐ অংশ পড়ে তারা বুঝতে চেষ্টা করবে।

যদি অবশ্য এর মধ্যে তাদের যাদুঘরে ঘুরিয়ে আনা হয় তবে শিখনটি বেশি কার্যকরী হবে।

সারকথা ঃ - এসব উদাহরণ থেকে শিক্ষক /শিক্ষয়িত্রীর এটা বোঝা দরকার যে এ ধরণের নানান উদ্ভাবন , সৃজনশীলতা এবং উদ্যম নিরস পঠনকে কত প্রাণবন্ত ও প্রকৃত শিখনের পরিমণ্ডলে আনা যায়। এতে শিক্ষক ছাত্র উভয়েরই শেখা হয়।

দ্বিতীয় অংশ

দ্বিতীয় ভাগে কলকারখানার বিষয় আছে। এ বিষয়ে শিশুদের ভাল ধারণা দেওয়ার জন্য কিছু কথোপকথন করা যায়। সব শিশুদের গোলাকারে বসিয়ে আলাপ শুরু করা যায়। যেমন —

শি ঃ — আজিজ , কিছু পয়সা যোগাড় করলে হয় না?

আজিজ — হ্যাঁ । বেশ হয়।

শি ঃ — কেন?

আজিজ — জামাকাপড় কেনা যাবে, খাবার কেনা যাবে আরো কত কি কেনা যায়।

শি ঃ — বাঃ ! আরশাদ, যদি আমরা নিজেরাই পোষাক বিক্রি করি , বা খাবার বিক্রি করি ? করতে পারব না?

আরশাদ — হ্যাঁ পারবো; তবে কোথা থেকে এগুলি পাব?

শি ঃ — ঠিক ! পার্থ কী করা যায়?

পার্থ — বাজার থেকে সস্তায় কিনে আনব?

শি ঃ — ঠিক ! তাহলে আমরা কী কিনব? জামাকাপড় না খাবার?

পার্থ — খাবার !

শি ঃ — সুনীল কী খাবার কিনলে ভাল বেচাকেনা হবে?

ইত্যাদি -— ইত্যাদি চলবে।

এইভাবে আলোচনা ধাপে ধাপে এগুতে থাকলে শিশুরাই বলবে। কারখানায় কী হয়।কেন কারখানা বেশ বড় হয়, ইত্যাদি। এগুলিই বইএ আছে। তারা এটাও বলতে পারবে যে শহরের মাঝখানে কেন ধানকল তৈরী করা যাবেনা। কেনইবা মরুভূমির মধ্যে দুধের কারখানা তৈরী করা যাবেনা।

এবার শ্রেণীতে এক একটি দল করে তাদের এক একটি কলকারখানার পরিকল্পনা তৈরী করতে দিতে হবে। পরের দিনেও কাজ চলবে — কোথায় হবে। কেন হবে। কী কী লাগবে, কোথায় পাওয়া যাবে। কতটা জায়গা লাগবে ইত্যাদি।

এবার পাঠ্যপুস্তক পড়তে দেওয়া হল। পড়ার কাজ চলতে থাকল।

বিখ্যাত মানুষ :- পাঠ্যবই-এ বার জন বিখ্যাত লোকের কথা আছে। দুজনের এমন বারটি দল তৈরী করে তাদের এক এক দলকে কে এক জন বিখ্যাত ব্যক্তিকে আবিষ্কারের দায়িত্ব দেওয়া হল। তারা বই থেকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জানবে খুঁজে বের করবে ঐব্যক্তির জীবনী, কাজ, ইত্যাদি। এর জন্য সাধারণ জ্ঞানের বই-এর সাহায্য নেওয়া যায়। চার্ট তৈরী করা যায় এবং এমন কি ঐ ব্যক্তিকে নিয়ে নাটকও করা যায়। প্রত্যেক দল কাজ করবে। তারপর তারা সকলের সামনে তাদের কাজের প্রতিবেদন পেশ করবে।

চার্টগুলি দেওয়ালে টাঙানো হবে। প্রতিটি দলের কাজ প্রতিটি দল জানবে। শিখবে। (অনেকসময় একঘেয়েমি এসে শ্রেণীকক্ষ অলস হয়ে যেতে পারে)।

মনে রাখতে হবে যে শিশুদের কাজের মধ্যে রেখে, তাদের কর্মব্যস্ততায় হাতে কলমে কাজ করার মধ্যে দিয়ে এবং পারস্পরিক সংযোগ ও পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়গুলি উপস্থাপনা করলে যারা কিছুটা শিখে এসেছিল তাদের মধ্যে আবার উৎসাহের জোয়ার আসবে এবং তারা আরো বেশি করে শিখবে। শুধু তাই নয় তারা আগে যা পায়নি তা পেয়ে তারা আরো উৎসাহিত হবে। এর ফলে তাদের পরীক্ষাও ভাল হবে।

এমনই পদ্ধতির কয়েকটি নমুনা উপরে দেওয়া হল।



বিজ্ঞান

ধরে নেওয়া যাক যে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দেখানোর মতো কোন সাধারণ যন্ত্রপাতি নেই এবং এমনকি বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও নেই। এই সব কারণে পাঠ্যসূচী থেকে দু'একটি প্রামাণ্য পরীক্ষা করানো যায়। যদি বিষয়টা তড়িৎ হয় তবে এটা বোঝাতে কেবল পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে গেলে কিছু হবেনা। একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হবে। সবচেয়ে বিরক্তিকর হল এটা ওটা বই থেকে পড়া। তখন শিশুরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি ঘুমিয়েও পড়তে পারে।

প্রকৃতি বিজ্ঞান পুস্তকটিতে প্রচুর সচিত্র উদাহরণ আছে। এটা কেবল বোঝার জন্য নয় — প্রচুর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেবার সুযোগ আছে এতে ভালভাবে বিষয়টি বোঝা যায়। আমরা শিক্ষক / শিক্ষয়িত্রীদের পরামর্শ দেব এধরণের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে যান।

তড়িৎ সম্পর্কে ধারণা নিতে নাইলন বা এই ধরণের সিন্থেটিক জামাকাপড় ঘর্ষণ করতে দিন। একটা কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ হবে। এই জামার কাপড় পরার সময় বা তা খুলে রাখার সময় এই ধরণের শব্দ হয়। অন্ধকারে এদের ভালভাবে ঘষলে একটা নীলাভ আলোর ফুলকি (ক্ষীণ) দেখতে পাওয়া যায়। আবার চুলে চিরুনি দেবার সময় এমন শব্দ শুনতে পাওয়া যায় এবং অন্ধকারে অনুরূপ নীলাভ আলোর ফুলকি নজরে পড়ে। এটাই স্থির তড়িৎ।

একটি চাকার সঙ্গে বেঁধে এক খণ্ড তার একটি ধাতব চোঙে জড়ানো হল। এমনভাবে জড়ানো হল যেন তারটাকে একটা সাইকেলের চেনের মতো দেখতে লাগে। এবার সাইকেলের চাকা ঘোরানোর মতো চাকাটাকে হ্যাণ্ডেল দ্বারা ঘুরিয়ে পাকানো তারটিকে ঘোরানো হল। তারটা চোঙের উপর দিয়ে ঘুরতে থাকবে। কিছুক্ষণ পরে শিশুদের হাত দিতে দিন। তারা অনুভব করবে তারটা যে কেবল গরমই হয়ে উঠেছে তাই নয় একটা মৃদু ঝাঁকুনিও দিচ্ছে। এটাই তড়িৎ।

বিষয়টা হল এইভাবে শিশুরা এই বিস্ময়কর শক্তির সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শে এল। তারা পরীক্ষাগুলির সময় হাজির থেকে নিজেরাই করেছে। জামা ঘষেছে, হ্যাণ্ডেল ধরে তার ঘুরিয়েছে। তাই তারা এই অদ্ভুত শক্তিকে বুঝতে পেরেছে। এই

বিশাল শক্তিকে আয়ত্বে রাখা দরকার — এর উপর প্রভুত্ব রাখা দরকার। তাদের ভাবতে দিতে হবে মানুষ ছাড়া আর কারা এই শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। তারা জীবজন্তু, বাতাস, নদী, জলপ্রপাত ইত্যাদির কথা ভাবতে পারে।

কী ভাবে টর্চ কাজ করে তা রসায়নের বিষয়। তবে শিক্ষক এটুকু বলতে পারেন যে ব্যাটারীর পদার্থগুলি যখন সংযুক্ত হয় তারা পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়াবিক্রিয়া করে। যেমন, গরম তেলে একটু লবণ ফেলে দিলে দেখা যাবে যে লবণ কেন এক একটা স্রোতস্তর তৈরী করছে — ফট ফট শব্দ করে লাফিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এটাই হল ক্রিয়াবিক্রিয়া। অর্থাৎ এভাবের কাজকে বিক্রিয়া বলা যায়।

ঠিক তেমন ভাবে একটা তামার পাতের সাহায্যে টর্চের ব্যাটারীর বস্তুগুলিতে সংযুক্ত করলে আর এক ধরণের তড়িৎ উৎপন্ন হয়। এই ভাবেই গাড়ীর আলো জ্বালতে এমন ব্যাটারীর ব্যবহার করা হয়।(যদিও দুই ধরণের ব্যাটারীর কার্যধারা ভিন্ন— এই ঘটনায় তার ধারণা দেবার দরকার নেই। টর্চের ব্যাটারী আলো জ্বালে গাড়ীর ব্যাটারীও আলো জ্বালে— কেবল এই টুকুই) গাড়ীর ব্যাটারীতে বেশি তড়িৎ থাকায় তাকে সযত্নে আড়াল করে রাখতে হয়। নইলে তাকে স্পর্শ করলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হবে। এই যে আড়াল করে রাখা একেই বলে অন্তরিত (insulation) করা। আমরা যে প্লাস্টিক আচ্ছাদনের তার ব্যবহার করি তা দেখিয়ে কেমন করে অন্তরিত (insulation wire) করা হয় তা দেখানো যায়।

তড়িৎ উৎপন্ন করাই এক মনে দোলা লাগানো ঘটনা। কেমন করে হচ্ছে — সেটা পরে জানবে।

ঠিক এইভাবে 'শক্তি'-র ধারণা দিতে হবে। শিশুদের নিজের হাতে বই টেবিলের উপর রেখে ঠেলে দেওয়া উপরে তোলা ইত্যাদি মনোযোগ দিয়ে করালে তারা অনুভব করবে ঠেলে সরাতে একটা বল লাগছে। টেবিল থেকে উপরে তুলতেও একটা বল লাগছে। এ থেকেই নানা ধরণের শক্তির কথায় আসা যায়। তারা বুঝতে পারবে। বই-এ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। সেগুলি তারা নিজেরা করবে অনুভব করবে — নিজেরাই নানা ধরণের শক্তির সন্ধান পাবে। এবার তাদের দেখানো যায় এবং বোঝানো যায় যে কী ভাবে নানা ধরণের শক্তি উৎপন্ন হয় এবং সেগুলি কী ভাবে নানান সামাজিক কাজে এবং কলকারখানায় ব্যবহৃত হয়।

পুরাতন বই কাগজ ইত্যাদি একজায়গায় গাদা করে জমা করে রাখলে নীচের কাগজগুলির কী দশা ঘটে ? এমন করে পাতা ঝরা পাতা গাছ ইত্যাদি স্তুপীকৃত থাকলে অনেকদিন পরে নীচের পাতা, গাছের দশা কী হবে?

পদ্ধতি

১। কোন বৈজ্ঞানিক নীতি শেখানো হচ্ছে তার ব্যবহার শিশুদের দেখান
২। যতটা সম্ভব কাজে রেখে সব শিশুদের এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে দিন।
৩। এই নীতির প্রয়োগ যে বিভিন্ন কলে কারখানায় এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার পরিচয় দিন।
৪। ২ এবং ৩ এর মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।
৫। শ্রেণীতে এ গুলির পুনরালোচনা করুন।
৬। এইবার পাঠ্যপুস্তক পড়তে দিন। এক একটি বাক্য এক একজন শিশু পড়বে। সরবে পড়বে। ধীরে ধীরে তারা বুঝতে পারবে যে অনুরূপ পরীক্ষাগুলি তারা আগেই করেছে বা দেখেছে।
৭। এটাকে পরের দিনে পুনরালোচনা করে অগ্রসর হন।

বক্তব্য ঃ— এক একটা পাঠ স্বয়ং সম্পূর্ণ পাঠ হবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কটা এ ধরণের পাঠ করাবেন তার পরিকল্পনা করে ফেলুন এবং বিষয়গুলি সেইমতো নির্বাচন করে নিন। প্রতিক্ষেত্রেই এই সাতটি মার্গ অনুসরণ করুন।



সংযোজন তিন

মূল্যায়ন

এই পেশার মৌলিক নিয়ম হল "শেখান — পরীক্ষা নিন"। প্রতিটা পাঠের প্রতি মুহূর্তে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে সচেতনভাবে দেখতে হবে যে শিশুরা বুঝতে পেরেছে কিনা। যত্নহীন শিক্ষক 'বুঝেছ?" বলেই কর্তব্য শেষ করেন। এর উত্তরে ছাত্রছাত্রীদের তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর "আজ্ঞে হ্যাঁ"। বুঝুক বা না বুঝুক একটাই উত্তর। নতুন শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেখে মনে করেন যে তারা সবই বুঝেছে। এমন সব ধাপও বুঝেছে বলে মনে করেন। তাই সমধিক উৎসাহে তাঁরা পর পর এগিয়ে যান। ভাল শিক্ষণ নিয়ত নিরীক্ষণ করে এবং চেষ্টা চ লান যাতে শিশুরা প্রকৃতপক্ষে বুঝেছে এটা নিশ্চিত হয়। তাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য ও থাকে। তাই বারে বারে ঝালিয়ে নেন।

এমন অনেক শিক্ষকের দেখা পাওয়া যায় যাঁরা এভাবে পড়ানো শুরু করেন " তোমাদের মধ্যে কারা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে বলতে পারবে?" কিংবা প্রশ্ন করলেন " গুণ প্রক্রিয়া কী?" এটা বিনাশের পদ্ধতি। শেখান — পরীক্ষা নিন"নীতির প্রধান বিষয় হল — তথ্য। বিষয় পরিবেশন করুন তার পর প্রশ্ন করুন।

সিনি-আশার স্বাভাবিক পরীক্ষা পদ্ধতি হল মাসিক। যথাসম্ভব নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নেওয়া হয়। এভাবে পরীক্ষা নেওয়ার এই অর্থ নয় যে এই পদ্ধতিতে আমরা বিশ্বাস করি। এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই কারণে যে, যে সমস্ত বিদ্যালয়ে সিনির ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করানো হবে সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। আর তাদের এই সব বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

২৫ জনের শ্রেণীতে নানা সামর্থের ছাত্রছাত্রী থাকে। তাই প্রশ্নপত্রগুলি নানাস্তরের (grade) মানের হয়। একটা প্রস্তাব উঠেছে যে বিষয়টিকে সহজ করার জন্য প্রশ্নপত্র একটি মানেই হোক। তবে প্রশ্নপত্রের ধারা এমন হয় যে তাদের যে সব বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর চেষ্টা হবে সেই সব বিদ্যালয়ের মানের সমান। তাই আমাদের এই পঠনপাঠনের পূর্ণশর্ত হল এই যে এই সব বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রাখা।

যেখানে সম্ভব সময় এবং পরীক্ষা নেওয়া একরকমের করা হয়। এডুকেশন টিমের দ্বারা প্রশ্নপত্র তৈরী করানো হয়। তবে প্রতিটি শিক্ষক /শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে তবে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়। যেখানে কেন্দ্রের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীই পরীক্ষক সেখানে সঠিক উত্তরের প্রায় আধ ডজন (random) সঠিক উত্তর নমুনা দেওয়া হয়। এর ফলে মান সর্বত্র একরকম রাখা সম্ভব হয়।

উত্তরপত্রগুলি ছাত্রছাত্রীদের ফেরত দেওয়া হয়। শ্রেণীতে তাদের দেখতে দেওয়া হয় তারা দেখে বুঝতে পারে যে কেন তাকে নম্বর দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল কেন্দ্রের রেকর্ড ফাইলে রাখা থাকে। কেন্দ্রে শিক্ষককে বলে দেওয়া হয় যে শিশু ভাল পারল না তার প্রতি নজর রাখতে। এই ফল যত শীঘ্র সম্ভব অভিভাবকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অফিস রিপোর্ট ফরম্ (এক নম্বর ফরম্) সবসময়ই ইতিবাচক এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক। সাধারণ বিদ্যালয় থেকে এটি ভিন্নতর।

আমরা বিশ্বাস করি সব দিক থেকে সাহায্য করার উপর। আর প্রতিবেদনের উপর গুরুত্ব তো বটেই। অন্য ফরম্ গুলির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। কোন কাজই টিকে থাকতে পারেনা যদি না তাকে নিয়মিত মনিটারিং করা হয়। এই ফরম্‌গুলি সেই মনিটারিং ব্যবস্থা।

তৃতীয় পাতা

আপনার শিশু নীচের বিষয়গুলিতেও যা করেছে।

সাধারণ আচরণ

প্রশ্ন করায় সচেতনতা

প্রশ্নের উত্তর দানে সচেতনতা

মনোযোগ

প্রচেষ্টা

আপনার শিশু সম্পর্কে আরো তথ্যাবলী

দৈহিক স্বাস্থ্য

মানসিক স্বাস্থ্য

বড়দের সঙ্গে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সুখকর ব্যবহার

বন্ধুদের /সহপাঠিদের সঙ্গে সুখকর ব্যবহার

চতুর্থপাতা

আপনার শিশুর নীচের গুণগুলিও আছে

সূচীকাজ (বা অন্য কাজ)

অংকন

গান

নৃত্য

শারীরিক খেলা

বোর্ডে খেলা

অন্যান্য (নাম বলুন)

আপনার শিশুটি সুন্দর

আপনাকে আর একবার অভিনন্দন।

আপনি যদি আমাদের সঙ্গে .... দেখা করেন

ধন্যবাদ

স্বাক্ষর   তারিখ

এক নম্বর ফরম্ সম্বন্ধে

১। 'অভিনন্দন ' কথাটির গুরুত্ব বুঝুন। দেখুন সব কথাগুলি সাহায্য করা ও ইতিবাচক।

২। যারা প্রথাগত ধারণা নিয়ে এসেছেন তাদের প্রতি বার্তা —

নেতিবাচক কোনপ্রকার সংকেত দেবেন না । যেমন

ক) কম নম্বরকে গোল করে দেওয়া

খ) লাল কালিতে বা অন্য কোন প্রকারে কম নম্বর টিকে বিশেষ করে দেখানো।

ঘ) ফেল বা অনুত্তীর্ণ শব্দ ব্যবহার না করা। এধরণের কোন শব্দ ব্যবহার না করা যা মনকে আহত করে।

৩। দেখুন রিপোর্ট বাবা মাকে সম্বোধন করে করা হয়েছে এবং তাঁদের শিশুদের জন্য সব সময় প্রশংসা করা হয়েছে। বাচ্চাদের স্বার্থে বাবা মার সাহায্য অপরিহার্য।

৪। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এটাকে যতটা সম্ভব আকর্ষণীয় করা হয়েছে।

৫। যেখানে সম্ভব রিপোর্ট বাবা মাকে নিয়ে শিশুদের সামনে অনুষ্ঠান করে আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হয়।

৬। এটা বাৎসরিক রিপোর্ট । অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট দেওয়া হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট

সিনি-আশা ক্যাম্প ,

কলকাতা - ৭০০ ০১৬

ফরম্ ১ - ক

কেন্দ্র পরীক্ষা তারিখ ....

প্রাপ্ত গ্রেড

পঠন ....

পঠনে মৌখিক উত্তর ....

বানান ....

(ইত্যাদি — স্তর অনুযায়ী)

শিক্ষকের স্বাক্ষর শিক্ষাদলের প্রতিনিধি তারিখ